২৩ এপ্রিল থেকে মক্কায় প্রবেশে কঠোর নিষেধাজ্ঞা

সারে-জমিন

কোনও চক্রান্তের ফাঁদে পা না দেওয়ার সতর্ক বার্তা ফিরহাদের

রূপসী বাংলা

মানবিক সম্পর্কের সবকিছু ভোটের অংক দিয়েও হয় না

সম্পাদকীয়

আইএসএফের ধিক্কার মিছিল হরিহরপাড়ায়

গ্রাম-বাংলা

কোহলির শততম পঞ্চাশে বেঙ্গালুরুর রাজস্থান দুর্গ জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৪ এপ্রিল, ২০২৫
৩০ চৈত্র ১৪৩১
১৫ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 100 ■ Daily APONZONE ■ 14 April 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

রাজ্যপাল পড়ুয়াদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলায় পদত্যাগ দাবি

আপনজন ডেস্ক: তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি একটি কলেজের পড়ুয়াদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলায় এসপিসিএসএস-টিএন নামে একটি শিক্ষা সংগঠন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে রাজ্যপালকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে। এ ব্যাপারে স্টেট প্ল্যাটফর্ম ফর কমন স্কুল সিস্টেম-তামিলনাড়ুর সাধারণ সম্পাদক পিবি গজেন্দ্র বাবু এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতীয় সংবিধানের ১৫৯ অনুচ্ছেদ (রাজ্যপালের শপথ) লঙ্ঘন করার জন্য রবিকে অবিলম্বে তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। মাদুরাইয়ের একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আর এন রবি শনিবার ভাষণ দিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তিনবার 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলেছিলেন।

সামশেরগঞ্জ থানার ওসিকে সরিয়ে দেওয়া হল, এলেন অমিত ভকত

মুর্শিদাবাদে অশান্তির নেপথ্যে বহিরাগত শক্তির অভিযোগ!

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র অশান্তি। বিশেষ করে সুতি, ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ এলাকা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল শুক্রবার। বিক্ষোভ ঘিরে দেখা দিয়েছিল গুন্ডামি, যার ফলে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, পুলিশের উপর হামলা, পালটা লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, এমনকি গুলিচালনার ঘটনাও ঘটেছে।
রবিবার ভোররাত অব্দি গুলিবিদ্ধ হয়েছে মোট আট জন, তার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে।
সামশেরগঞ্জে দু'জনকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হাই কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে সেখানে, ময়দানে নেমে পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখেছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার।
রবিবার সকাল থেকে নতুন করে কোন উত্তেজনার খবর না থাকলেও পরিস্থিতি সব এলাকায় থমথমে রয়েছে। রবিবার সুতির বিভিন্ন এলাকায় দোকানপাট খুললেও সামশেরগঞ্জ তথা ধুলিয়ানে বাজার প্রায় বন্ধ।
এই অশান্তির নেপথ্যে বহিরাগতদের ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান ও ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম দাবি

করেছেন, "অশান্তির পেছনে বাইরের লোক জড়িত। তাঁদের মতে, স্থানীয়দের অনেকেই অশান্তিকারীদের চিনতে পারছেন না।" তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি ও বিএসএফ-এর একাংশ যৌথভাবে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করছে। এমনকি এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে বিজেপি নেতাদের 'উসকানিমূলক' মন্তব্য শোনা গিয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। যেখানে ব্যারাকপুরের বিজেপি নেতা অর্জুন সিংকে বলতে শোনা গিয়েছে 'উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে লোক এনে ঠান্ডা করে দেব।' অন্যদিকে এই নিয়ে মালদা দক্ষিণ লোকসভার সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা ইশা খান চৌধুরী রবিবার সামশেরগঞ্জ থানায় উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান, "শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাঝে কয়েকজন যুবক ঢুকে গিয়েছিল। তারপর পরিস্থিতি অশান্ত হতে থাকে। আমি প্রশাসনের সঙ্গে প্রথম থেকেই যোগাযোগ রেখেছি।"
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি লিখে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেছেন। রাজভবন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতি শান্ত করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এক ভিডিও বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, "দুষ্কৃতিদের হামলা কোনও মতেই বরদাস্ত করা হবে না।"
অশান্ত পরিস্থিতিতে ধুলিয়ানের বহু মানুষ ঘর ছেড়ে গঙ্গা পেরিয়ে মালদহের বৈষ্ণবনগরে আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের ঘরে ফেরাতে সবরকম সহযোগিতা করা হবে। এ বিষয়ে সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, আমরা ঘরছাড়া দের দ্রুত ঘরে ফিরিয়ে তাঁদের যথোপযুক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করব।
ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দক্ষ পুলিশ অফিসারদের জঙ্গিপুরে বিশেষ ডিউটিতে আনা হয়েছে। সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবপ্রসাদ ঘোষকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় অমিত ভকতকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সামশেরগঞ্জ থানায় দীর্ঘদিন দায়িত্বে ছিলেন।
জঙ্গিপুর মহকুমায় রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ধৃতদের সংখ্যা দু'শো ছাড়িয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গ্রেপ্তার হওয়াদের মধ্যে আরএসএস ঘনিষ্ঠ তিনজন শিল্পপতিও রয়েছেন বলে সূত্রের খবর।
রবিবার সকাল থেকেই রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অশান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। বিকেলে তিনি সাংবাদিকদের জানান, "বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও থমথমে অবস্থা বজায় রয়েছে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে ও গুজবে কান না দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।"
এদিকে, বিজেপির তরফে সমাজমাধ্যমে যেসব অশান্তির ছবি পোস্ট করা হয়েছে, সেগুলিকে 'ভুয়ো' বলে দাবি করেছে রাজ্য পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, সেগুলি পুরনো সময়ের ছবি, যা বর্তমান পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে এখনও থমথমে পরিস্থিতি সুতি, সামশেরগঞ্জ সহ সমগ্র জঙ্গিপুর মহকুমা এলাকা। সবমিলিয়ে বহিরাগতদের সম্প্রীতি নষ্টের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল বলে দাবি শাসক দল ও জেলা প্রশাসনের।

'ওয়াকফ' আন্দোলনের আবহে চক্রান্ত এড়িয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান ইমাম নেতৃত্বদের

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ১৬ এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে থাকবেন মেয়র ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও। সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন পরিচালনার জন্য রবিবার পাকসার্কাস হজ হাউসে ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বৈঠক করেন ইমাম সংগঠনের প্রতিনিধিরা। পরে কলকাতা প্রেসক্লাবে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবির সংগঠনের তরফে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে সম্মেলনের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। রাজ্যজুড়ে ওয়াকফ আন্দোলনের আবহে রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতেও ইমামদের সংগঠনের নেতৃত্বরা আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, নাখোদা মসজিদের ইমাম মওলানা শফিক কাশেমী, অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বাকীবিল্লাহ মোল্লা, সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা হাজী কামরুল হুদা, অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রেহান আহমেদ কুরেশি, রজব আলী খান (লাল্টু), ফিরোজ আহমেদ মোল্লা সহ অন্যরা । বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তির পক্ষে থাকার অনুরোধ জানান নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিক কাসেমী।

অন্যদিকে কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে ১৬ই এপ্রিল রাজ্য সরকারের অবস্থান ফের একবার স্পষ্ট করতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলন প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বাকিবিল্লাহ মোল্লা জানান, ১৬ তারিখ নেতাজি ইন্ডোরের গুরুত্বপূর্ণ সভায় যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন স্বাভাবিকভাবেই এই সভার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে। রাজ্যের সকল ইমাম-মুয়াজ্জিন এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে আসার আহ্বান জানিয়ে বাংলার সর্বস্তরের সর্ব ধর্মের মানুষের কাছে শান্তি বজায় রাখার আবেদনও করেন তিনি । রাজ্য জুড়ে শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য প্রশাসনের সঙ্গে সর্বতভাবে সহযোগিতা করে থাকেন ইমাম-মুয়াজ্জিনরা। আগামী দিনেও এর অন্যথা হবে না বলে জানিয়েছেন বাকিবিল্লাহ।
সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান বলেন, এই দেশের শত শত বৎসর ধরে চলে আসা প্রথাকে ভেঙে ফেলে নিজেদের মত চাপানোর চেষ্টা চালাচ্ছে মোদি সরকার। মুসলিমদের বিরোধী ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে সংগঠিত হচ্ছে আন্দোলন । কিন্তু বিজেপি প্ররোচনা দিয়ে সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা চালাচ্ছে ।
ইমাম-মুয়াজ্জিন নেতৃত্বরা স্পষ্ট করে দেন, ইসলাম ধর্ম অশান্তিকে প্রশ্রয় দেয় না। তারা বলেন, ওয়াকফ নিয়ে আমাদের আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ৮০ শতাংশ হিন্দুরাও আমাদের পক্ষে আছে। তাই কোনো রকম প্ররোচনায় পা দেওয়া যাবে না। বিভাজন তৈরির চেষ্টা চলছে, আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। তবে ১৬ই এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোরের সভায় ওয়াকফ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন, সেদিকেই তাকিয়ে আছেন সকলে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years) কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

ঝাড়খন্ডে মৃত্যু হরিহরপাড়ার ব্যবসায়ীর

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: পেঁয়াজ বিক্রি করতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ভিন রাজ্যে ঝাড়খন্ডে মৃত্যু হল হরিহরপাড়ার এক ব্যবসায়ীর। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোরে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাহেবগঞ্জ জেলার প্যারেড থানা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম জাহাঙ্গীর মণ্ডল।(ইন্নালিল্লাহি...)। তার বয়স আনুমানিক ৫২ বছর, তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার রুকুনপুর মাঠপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় প্রায় ১৪ বছর ধরে এলাকায় পেঁয়াজ কিনে ঝাড়খন্ড রাজ্যে বিক্রি করে, প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতে লরিতে করে পেঁয়াজ নিয়ে ঝাড়খন্ডে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল এমন অবস্থায় ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাহেবগঞ্জ জেলার প্যারেড থানা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেঁয়াজ বোঝাই লরি সরাসরি একটি গাছে গিয়ে ধাক্কা মারলে গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়, এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় গাড়ির চালক সহ পেঁয়াজ ব্যবসায়ী। স্থানীয়রা বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে গিয়ে তড়িঘড়ি আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্য চিকিৎসক পেঁয়াজ ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর মণ্ডল কে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর বাড়িতে মৃতদেহ পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার পরিজনরা।

কোনও চক্রান্তের ফাঁদে পা না দেওয়ার সতর্ক বার্তা ফিরহাদের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● কলকাতা

আপনজন: ১৬ এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলন নিয়ে এক প্রস্তুতি সভায় কড়া বার্তা দিলেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রাজ্যের মুসলিম জনগণের উদ্দেশে তিনি বললেন, এই ফাঁদে পা দেবেন না। বিজেপি চায় সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে সমাজকে ভাগ করতে।

ফিরহাদ হাকিমের কণ্ঠে ছিল বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার মিশেল। তিনি বলেন, “রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইট ছুড়ে, দোকান পুড়িয়ে প্রতিবাদ করা যায় না। যারা এই কাজ করছেন, তারা অজান্তেই বিজেপির হাত শক্ত করছেন।” তার বক্তব্যে ছিল স্পষ্ট বার্তা–বিক্ষোভ হোক শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত, কারণ কৌশলের সঙ্গে না লড়লে ক্ষতি হবে দেশের সংখ্যালঘু সমাজেরই।

মন্ত্রী আরও জানান, ওয়াকফ বিল ২০২৫ সংবিধানবিরোধী। এই বিলের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস সংসদের ভিতরে ও বাইরে সরব হয়েছে। একেবারে শেষ পর্যন্ত, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিলেন তিনি। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, “যারা রাস্তায় বিশৃঙ্খলা করছেন, তারাই প্রকৃতপক্ষে বিজেপিকে সমর্থন করছেন। দয়া করে এমন কাজ করবেন না।” সমাজে যাতে আর উত্তেজনা না ছড়ায়, সেই কারণেই তার এই স্পষ্ট ও সাহসী বার্তা। এই বিতর্কিত বিলকে ঘিরে একদিকে যেমন ক্ষোভ, অন্যদিকে রাজনৈতিক কৌশল–তার মধ্যেই ফিরহাদ হাকিমের এই বার্তা যেন এক ধরনের সচেতনতার ডাক। সময়ই বলবে, এই বার্তায় কতটা কাজ হবে, তবে তার স্বর ছিল অস্পষ্ট নয়–“ফাঁদে পা দেবেন না।”

রাজ্যে হিংসার ভুয়ো ছবি পোস্ট করেছে বিজেপি, দাবি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ধর্মীয় উৎসবের দিনে হিংসার ভুয়ো ছবি বিজেপি পোস্ট করেছে। রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে আসল ঘটনা স্থল উল্লেখ করে পাল্টা ছবি পোস্ট করা হল। অভিযোগ রাজ্য বিজেপির সমাজ মাধ্যমের পাতায় রবিবার বেশ কিছু অশান্তির ছবি একসঙ্গে করে পোস্ট করা হয়।

এই প্রসঙ্গে পাল্টা পোস্ট করে রাজ্য পুলিশ জানিয়ে দেয় যে তাতে যে ছবিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং পূজা পার্বণের সময় গোলমাল হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা পুরোপুরি ভুয়ো। ধর্মীয় উৎসবের সময় অশান্তি হয়েছে বলে যে ছবিগুলি দেখানো হয়েছে সেই ছবিগুলি বেশিরভাগ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনের সময় বলে রাজ্য পুলিশ দাবি করেছে। সমাজ মাধ্যমে বিজেপির পক্ষ থেকে যে ছবিগুলি পোস্ট করা হয় তাতে দেখা যায় যে কোথাও রাস্তায় আগুন জ্বলছে কোন ছবিতে বিক্ষোভের হিংসাত্মক দৃশ্য। এই ধরনের অশান্তি গুলি কোনোটিই রামনবমীর সময় কোনোটিকে বলা হয়েছে দুর্গাপূজার সময় এবং কোনটিকে বলা হয়েছে গণেশ চতুর্থীর সময় বিজেপির পক্ষ থেকে। সরস্বতী পুজোর সময় অশান্তি হয়েছে বলে যে ছবি দেখানো হয়েছে পুলিশের দাবি যে সেই অশান্তির ঘটনা উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ের এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের সময়ের ছবি। এই ধরনের ছবি এবং ঘটনাস্থল উল্লেখ করে উত্তর প্রদেশ অসাম কর্ণাটক বেঙ্গালুরু এইসব এলাকার ছবিগুলো দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন পুজো উৎসবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশের দাবী কিন্তু তাতে কোন এলাকার নাম উল্লেখ করা হয়নি। এমনিতেই গত কয়েকদিন থেকে মুর্শিদাবাদে জঙ্গিপুর ,সুতি, সামশেরগঞ্জ ও ধুলিয়ান এলাকায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে রাজ্যের সর্বোচ্চ উচ্চ আদালত। রবিবার থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী সেখানে টহল দিচ্ছে। শান্তি রক্ষায় শুরু হয়েছে রুট মার্চ। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের ফ্রন্ট ইয়ারের আইজি তরণী সিংহ শেখাওয়াত মুর্শিদাবাদের পৌঁছেছেন। মুর্শিদাবাদের এই পরিস্থিতিতে রবিবার বিজেপির সমাজ মাধ্যমে এই ছবি পোস্ট কে কেন্দ্র করে রাজ্য পুলিশের পাল্টা দাবি ভুয়ো পোস্ট করে ফের উস্কানিমূলক প্রচার শুরু হয়েছে। রাজ্যবাসীকে তাই সতর্ক করতে রাজ্য পুলিশ পাল্টা পোস্ট করে সজাগ থাকার আবেদন জানিয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেখেছেন তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষ। তৃণমূলের সমাজ মাধ্যমের পাতায় বলা হয়েছে বিজেপির গোটা প্রচার ব্যবস্থা এখন বহু তথ্য ছড়ানোর কারখানা হয়ে উঠেছে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন রাজ্যের ছবি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বাংলার হিংসা বলে প্রচার চালাচ্ছে। নতুন করে উস্কানি মূলক প্রচার শুরু হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজিব কুমার দাবি করেছেন মুশিদাবাদের পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যারা আতঙ্কে গঙ্গা পেরিয়ে মালদায় আশ্রয় নিয়েছেন তাদের ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে প্রশাসন। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা সুপার জানিয়েছেন, যারা অশান্তির কারণে ঘর ছেড়েছেন তাদের ফের ঘরে ফিরে আসতে চাইলে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রশাসন।

চলন্ত ট্রাকের পিছনে ধাক্কা গাড়ির, মৃত ১

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির বড়দিঘীতে চলন্ত ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারলো একটি চারচাকা গাড়ি। ঘটনার জেরে প্রাণ হারান ঝাড়খন্ডের চাইবাসার বাসিন্দা নেহা আগরওয়াল। তার বয়স আনুমানিক ৫৭ বছর। দুর্ঘটনায় জখম হন গাড়িতে থাকা ঝাড়খন্ডের চাইবাসার বাসিন্দা নেহা আগরওয়াল এর স্বামী নরেশ আগরওয়াল সহ হাওড়া লিলুয়ায় বালি এলাকার বাসিন্দা নিরোজ বুবনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সামলেক গাডেন এলাকার বাসিন্দা রাজেশ সিংহানীয়া। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় গলসি থানার পুলিশ ও গলসি ট্রাফিক গার্ডের ওসি। পুলিশ ও স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় গাড়িতে আটকে থাকা চারজনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কতব্যরত চিকিৎসকেরা নেহা আগরওয়াল কে মৃত ঘোষণা করেন। গাড়িতে থাকা বাকি তিনজনকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য রক্তদান শিবির বিজ্ঞান মঞ্চের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে এলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা শাখার সদস্যরা। রবিবার সংগঠনের মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন মালদা শাখার সহযোগিতায় এদিন এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় মালদা শহরের মকদমপুর আইএমএ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস,, বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মকর্তা সুনীল দাস। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন ডেপুটি সিএমওএইচ-২ ডাঃ অমিতাভ মন্ডল, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডি সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ ঘোষ, মালদা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মন্দিরা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

গাজার প্রতি সংহতি প্রকাশ কলকাতার সুশীল সমাজের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ইসরায়েল প্রশাসনের দ্বারা ফিলিস্তিনের গাজায় সংগঠিত গণহত্যার বিরোধিতায় রবিবার কলকাতার রাণুছায়া মঞ্চে সংহতি প্রকাশ করে সুশীল সমাজ। এদিন প্রগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস, লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার, বুদ্ধিজীবী মঞ্চ সহ একাধিক সাংস্কৃতিক, সামাজিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে গাজা সংহতি কর্মসূচী সংগঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সম্পূর্ণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি সৌম্য সেন। কলকাতার সংহতি সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা শানওয়াজ নবী, প্রাক্তন জেলা জর্জ অনন্ত বর্ধন সহ আরো অনেকে। বক্তারা ইসরায়েলের নৃশংসতার বিরোধিতার পাশাপাশি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। বক্তারা জানান, এখনো পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১লক্ষ৭০হাজার প্যালেস্টাইন জনসাধারণ গুরুতর আহত ও ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।

ভিন রাজ্যের লোক ঢুকিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলাকে ‘ঠান্ডা’ করার হুমকি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বিহার,ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে লোক ঢুকে মুর্শির্দাবাদ ঠান্ডা করে দেবে,হুংকার দিলেন অর্জুন সিং। তিনি আরো বলেন এর পাশাপাশি সবচেয়ে দোষ বামপন্থীদের। এই বামপন্থীদেরই বাংলা থেকে আগে তাড়ানো দরকার। নো ভোট টু বিজেপি করে আবার এই তৃণমূলকে আনবেন বামপন্থীরা। বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খন্ড থেকে লোক ঢুকিয়ে মুর্শির্দাবাদ ঠান্ডা করে দেওয়ার হুমকি দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তার প্রশ্ন বিএসএফ কি হাতে চুড়ি পরে আছে? লাঠি দিয়ে পাথর নামাচ্ছে? রাজ্যের ৯ টা জেলার বর্ডার এলাকার অবস্থা খুব খারাপ। মুখ্যমন্ত্রী দাঙ্গা বাধাচ্ছেন। হিন্দুদের নিধনের চেষ্টা করছেন। রাজ্যপালের ভুমিকা কিছু দেখতে পারছি না। প্রশাসন চুপ করে আছে, অভিযোগ অর্জুন সিং - এর। তিনি অভিযোগ করেন, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ এইসব এলাকা থেকে সনাতনী হিন্দুদের তাড়ানোর চক্রান্ত করা হয়েছে। নটি সীমান্ত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা চরম অবনতি ঘটেছে। আগামী দিন সনাতনীদের এক হওয়ার ডাক দেন অর্জুন সিং। তার দাবি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যপাল কি ব্যবস্থা নিল তার জন্য অপেক্ষা করলে আর হবে না। আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে সকলকে দাঁড়াতে হবে। হিন্দুদের এক হতে হবে। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী কলকাতা দখল নেওয়ার যে হুমকি দিয়েছেন তার পাল্টা অর্জুন সিং জানান, কলকাতার হিন্দুদের নিয়ে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীদের পাল্টা জবাব দিতে প্রস্তুত সনাতনীরা। একদিনের মধ্যে মালদা মুর্শিদাবাদে যে জিহাদিরা গোলমাল পাকচ্ছে তাদের এলাকা ছাড়া করা হবে ভিন রাজ্যের হিন্দুদের নিয়ে এসে বলে স্পষ্ট হুমকি দেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

ওয়াকফ আইন প্রত্যাহার করার দাবিতে নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চের তরফে কোচবিহারের রাজপথে ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে উত্তাল হল রবিবার। হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কোচবিহার শহর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের তরফে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শত শত ফোর্স মোতায়েন করা হয়। নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চের কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি রাহুল হোসেন বলেন, আমাদের দুই শত সেচ্ছাসেবক ও প্রসাশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল সুসম্পন্ন হয়। এদিনের ওয়াকফ আইন বিরোধী মিছিলে বিশেষ্ট জনের মধ্যে ছিলেন, আইনজীবী মনিরুজ্জামান ব্যাপারী, ডাঃ সাকোয়াত আলী, আইনজীবী মীর মশাররফ হোসেন , বাপ্পা হক, হাফেজ ঈমান আলী সহ অন্যান্যরা। সংগঠনের জেলা কমিটির সম্পাদক ও দিনহাটা মহকুমার কনভেনার মাওলানা সিদ্দিক হোসেন এবং সুমন মিয়ার জন সংযোগের জন্য আজকের মিছিল হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আজকের প্রতিবাদী আয়োজনে একটাই দাবি ওঠে অবিলম্বে ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল করতে হবে।

আইএসএফের প্রতিবাদ মিছিল

***আপনজন:** দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি বাজারে আইএসএফ কুলপি বিধানসভা কমিটির উদ্যোগে আজ ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে এক বিশাল মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকে সোমবার দলের পক্ষ থেকে কলকাতায় যে মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে তাতে বিপুল সংখ্যায় মানুষকে সামিল হবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন পার্টির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহকারী সম্পাদক বাহা উদ্দিন মোল্লা ও কুলপি ব্লক নেতৃবৃন্দ।*

পরিকাঠামো থাকলেও ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল স্কুল

নকিবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: পাকা স্কুল বাড়ি বড় ইস্কুলের মাঠ পানীয় জলের কল মিড ডে মিল রান্নাঘর বসে খাওয়ার ব্যবস্থা ইলেকট্রিক পাখা পঠন পাঠনের জন্য যা যা প্রয়োজন সবটাই আছে। কেবল শিক্ষক আর ছাত্র নেই তাই স্কুল ঘর এখন তালা মেরে বন্ধ রেখে দিয়েছে। এমনটাই ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লকের পূর্ব গোবিন্দপুর।

২০১১ সালে পূর্ব গোবিন্দপুর জুনিয়র হাই স্কুল তৈরি হয় তখন এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছাত্র-ছাত্রী এই স্কুলে গমগম করত একাধিক মাস্টারমশাইও ছিল এখন যেন সব অতীত ধীরে ধীরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমতে কমতে একেবারেই তলা নিতে। কেবল একজন শিক্ষক আছেন তিনি মাঝেমধ্যে আসেন না হলে স্কুলেই তালা অবস্থায় পড়ে থাকে পাশে একটি প্রাইমারি স্কুল থাকলেও পাশে জুনিয়র হাই স্কুলটি বন্ধ পড়ে রয়েছে, শিক্ষার আলো আরো আলোকিত করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছিল এই স্কুল ঘরটি। গ্রামের মানুষ অভিভাবক থেকে শুরু করে তারা চায় স্কুলটি পুনরায় চালু হোক।। স্থানীয় শিক্ষক ও পঞ্চায়েত সদস্য বিষয়টি জেনেও কিছু করার নেই বলে জানিয়ে দেন। কারণ শিক্ষকের অভাব থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি করত না ডায়মন্ড হারবার শহরের বিভিন্ন স্কুলে তাদেরকে ভর্তি করা হয় বলে এমনটাই জানা যায়। তবে যে উদ্দেশ্যে স্কুলটি তৈরি করা হয়েছিল শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য, গ্রামের মানুষদের চেষ্টায় স্কুলটি তৈরি হয়েছিল তা আজ কেবল অতীত হয়ে গিয়ে ভুতুড়ে বাড়ির পরিণত হচ্ছে। এভাবে একের পর এক ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয় গুলি যদি বন্ধ হয়ে যায় আগামী দিনে শিক্ষার ঘোর অন্ধকার হয়ে আসছে বলে মনে করছেন শিক্ষা মহল।

জেলা আহলে হাদিসের সম্মেলন মঙ্গলকোটে

পারিজাত মোল্লা ● বর্ধমান

আপনজন: সমগ্র বাংলা জুড়ে বর্তমান পরিস্থিতির বিমুখ প্রলোভনে পা না দিয়ে দ্বীনি শিক্ষা ও শান্তির বার্তা সকলের মধ্যে পৌঁছাতে বর্ধমান জেলা জমঈয়তে আহলে হাদিসের উদ্যোগে জেলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয় । প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জেলা সম্মেলনকে সামনে রেখে প্রতিটি ব্লকের সকল সদস্যরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন । রবিবার পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের মঙ্গলকোট মোড় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় । জেলা জমঈয়তে আহলে হাদিস একটি দ্বীনি সংগঠন । আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সুন্নতকে মানুষের কাছে তুলে ধরাটাই সংগঠনের মূল লক্ষ্য । মুসলিম সমাজকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে দ্বীন ইসলামের আলোকে আলোকিত করতে তৎপর সংগঠনের সদস্যরা । ইসলাম বহির্ভূত কালচারের সমাজ যখন জর্জরিত, যুবসমাজ অপসংস্কৃতির কাছে নত, দ্বীন থেকে বিপথগামী মুসলিম সমাজ, কোরআন ও হাদিসকে সরিয়ে রেখে বর্তমান জীবন ধারণের অভ্যস্ত তখন সমাজকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে এই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । জেলা সম্মেলন থেকে জোরদার দাবি উঠল ওয়াকফ বিল বিষয়ক সমগ্র মুসলিম সমাজের বিরোধিতা করা উচিত এবং এই বিরোধিতা শান্তিপূর্ণ ও আইন মেনে করলে উদ্দেশ্য সফলতা পাবে । অশান্তি, জোর জুলুম এবং আইনকে হাতে নিয়ে বিরোধিতা করা অনুপযুক্ত । দ্বীনি আলোচনা সভায় গৌরবময় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা জমঈয়তে আহলে হাদিস-এর জেলা অভিভাবক মৌলনা আব্দুর রব, জেলা সভাপতি ওবাইদুল্লাহ রায়হান বুখারী, সম্পাদক মহম্মদ শাহাজামান, সদস্য শেখ নুরুল ইসলাম, আব্দুর রহমান মল্লিক সহ প্রমুখরা ।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে ট্রাফিক ও সিভিক পুলিশ

মহম্মদ নাজিম ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পুলিশ ও সিভিকের মানবিক রূপ। কাল বৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুর পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার্স। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কালবৈশাখীর ঝড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বনসরিয়া গ্রামের বাসিন্দা কালুয়া আলির একমাত্র শোয়ার ঘরের টিনের চাল উড়ে যায়। ভেঙ্গে গিয়েছে রান্নাঘর ও গোয়াল। পরিবারটি রাত থেকেই খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন। খবর পেয়ে রবিবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির বাড়িতে ছুটে যান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ট্রাফিক ইনচার্জ নিখিল চৌধুরী ও সিভিক ভলেন্টিয়ার্স। পরিবারটির হাতে চাল, ডাল, মুড়ি ও কাপড় সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেন। পরবর্তী সময়ে আরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন নিখিল বাবু।

ধর্মীয় সভায় সংবিধানের পাঠ পীরজাদা সওবানের

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন: নয়া ওয়াকফ বিল পাস নিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলেন ফুরফুরার পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী। শনিবার হাওড়া উলুবেড়িয়ায় হযরত পীর হাজী এসহাক সিদ্দিকীর ৭১ তম বাৎসরিক সভায় তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, বলেন ওয়াকফ নিয়ে রাস্তায় কোন অশান্তি সৃষ্টি করা যাবে না। দরকার হলে সমস্ত স্তরের জনগনকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সভা করতে হবে।

আগামী ২৬ এপ্রিল ব্রিগেড গ্রাউন্ডের সমাবেশে সবাইকে উপস্থিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। সভায় ওয়াজ নসিহত করেন পীর হযরত ওমর সিদ্দিকী।রাজ্য সহ সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য দোয়া করেন পীর হযরত আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী। বয়ান করেন পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী, মহম্মদ আলি ইউসুফ সামবিল, মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া, মাওলানা যিয়াউল হক ও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পুলক রায়। নজর কেড়েছেন বিশিষ্ট ক্বারী জনাব আশিক বিল্লাহ এর পবিত্র কোরাণ তেলাওয়াত।

ঈসালে সওয়াব কমিটির জনাব বায়জুল ও লিয়াকত সাহেব সহ সকল সদস্যদের আন্তরিকতা ছিল প্রশংসিত।

প্রথম নজর

সিয়েরা লিওনে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে আগুন

আপনজন ডেস্ক: সিয়েরা লিওনের ফ্রিটাউনের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট ভবনে শনিবার আগুন লেগে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী ও সরকারের সূত্রে ফ্রিটাউন থেকে এএফপি জানায়, অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস মাদা বায়ো সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ফায়ার সার্ভিসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টা চালানোর পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কর্মকর্তা আরো জানান, অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে ভবনের নথিপত্র ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্টেট হাউসের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় অক্ষত থাকে। বিকেল ৪টার দিকে (গ্রিনীচ মান সময় ১৬০০ টায়) এ আগুন লাগে। তবে এখনো অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিওতে বিশাল সাদা ভবনের উপরের জানালায় আগুন ও ঘন কালো ধোঁয়া দেখা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ কামারা বলেন, 'আমরা আজ সন্ধ্যায় ভবনের জানালা ও উপরের তলা থেকে ধোঁয়া ও আগুনের কুণ্ডলী উড়তে দেখেছি।' পুলিশ ভবনের চারপাশের রাস্তাগুলো ঘিরে রেখেছে এবং নিরাপত্তা কর্মী ও সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বায়ো বর্তমানে একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য তুরস্কে রয়েছেন।

ব্রিটিশ এমপিকে হংকংয়ে প্রবেশে বাধা

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি রবিবার বলেছেন, ব্রিটিশ আইন প্রণেতা ওয়েরা হবহাউসকে হংকংয়ে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জরুরি ভিত্তিতে চীন সরকারের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ১৯৯৭ সালে সাবেক এই ব্রিটিশ উপনিবেশটি চীনের কাছে হস্তান্তরের পর থেকে তিনিই প্রথম ব্রিটিশ এমপি, যাকে হংকংয়ে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজনীতিবিদ ওয়েরা হবহাউস। হবহাউস চীনবিষয়ক আন্তঃসংসদীয় জোটের (আইপ্যাক) সদস্য। চীনবিষয়ক আন্তঃসংসদীয় জোট তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, 'আইপ্যাক' বিশ্বব্যাপী আইন প্রণেতাদের ঐক্যবদ্ধ করে। গণতন্ত্রের প্রচার করে ও চীনের উত্থানের ফলে সৃষ্ট নিয়মভিত্তিক ও মানবাধিকারব্যবস্থার প্রতি হুমকি মোকাবেলা করে। সানডে টাইমস পত্রিকা জানিয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী হবহাউস বৃহস্পতিবার তার নবজাতক নাতির সঙ্গে দেখা করতে ব্যক্তিগত ভ্রমণে হংকং গিয়েছিলেন। পত্রিকাটির প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, তার পাসপোর্ট জব্দ করা হয়েছে। তার কাজ ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তার লাগেজ তল্লাশি করা হয়েছে এবং তারপর তাকে বোর্ডিং গেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা তার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছে, 'যখন আমাকে বাধা দেওয়া হয়, তখন আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল এবং আমি কেবল বলছিলাম, কেন, দয়া করে আমাকে ব্যাখ্যা করুন?' হবহাউস ব্লুস্কাইকে বলেন, '১৯৯৭ সালের পর আমিই প্রথম এমপি, যাকে হংকংয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষ আমাকে এই নিষ্ঠুর ও বিরক্তিকর আঘাতের জন্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। আমি আশা করি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করবেন, এটি সব সংসদ সদস্যের প্রতি অপমান এবং এর উত্তর চাইবেন।' এএফপি এই বিষয়ে মন্তব্যের জন্য হংকং সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির দুই ব্রিটিশ এমপিকে ইসরাইলে প্রবেশে বাধা দেওয়ার এক সপ্তাহ পর এটি ঘটল। হবহাউস ২০১৭ সাল থেকে ছোট বিরোধী দল লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের সংসদ সদস্য। ল্যামি বলেন, 'ব্যক্তিগত ভ্রমণে থাকা একজন এমপিকে হংকংয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, শুনে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আমরা জরুরি ভিত্তিতে হংকং ও চীন সরকারের কাছে এটি উত্থাপন করব এবং ব্যাখ্যা দাবি করব।'

২৩ এপ্রিল থেকে মক্কায় প্রবেশে কঠোর নিষেধাজ্ঞা

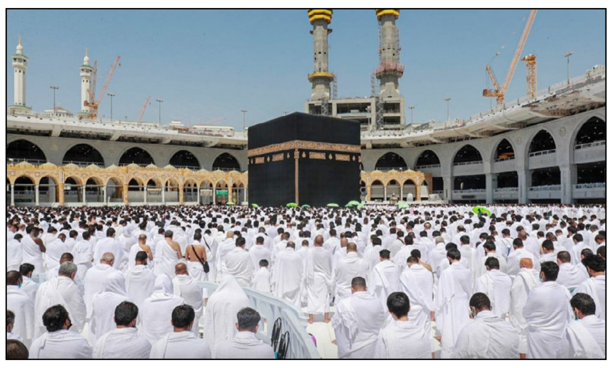

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন হজ মৌসুমকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করেছে সৌদি আরব। এই লক্ষ্যে ২৩ এপ্রিল থেকে পবিত্র নগরী মক্কায় প্রবেশের জন্য বিশেষ অনুমতির বাধ্যবাধকতা জারি করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। হজ ব্যবস্থাপনাকে সুসংগঠিত ও নির্বিঘ্ন করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রবিবার (১৩ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে সৌদি গেজেট এ খবর জানিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, বর্তমানে ওমরাহ ভিসায় সৌদি আরবে অবস্থানরত সব বিদেশি নাগরিককে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে দেশ ত্যাগ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের বেশি অবস্থানকে ভিসা লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা হবে। এছাড়া, সৌদির অন্যান্য শহরে বসবাসরত বিদেশি বাসিন্দাদেরও ২৩ এপ্রিল থেকে মক্কায় প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া কেউ মক্কা প্রবেশের চেষ্টা করলে চেকপয়েন্ট, বিশেষ করে আল-শুমাইসি চেকপয়েন্টে তাদের ফেরত পাঠানো হবে।
তবে যাদের আবাসিক অনুমতি (ইকামা) মক্কা শহর থেকেই ইস্যু হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নয়।
কর্মসংক্রান্ত কারণে মক্কা বা পবিত্র স্থানগুলোতে যেতে হলে বিদেশি শ্রমিকদের 'আবশের' বা 'মুকিম' পোর্টালের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অনুমতি নিতে হবে। এছাড়াও, ওমরাহ ভিসা ইস্যুর জন্য ব্যবহৃত 'নুসুক' পোর্টাল থেকে ২৯ এপ্রিল থেকে ১০ জুন পর্যন্ত ওমরাহ অনুমতি ইস্যু সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। এই নিষেধাজ্ঞা উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিসিসি) সদস্য দেশগুলোর নাগরিক এবং সৌদিতে বিভিন্ন ভিসায় বসবাসকারী বিদেশিদের ওপর প্রযোজ্য হবে। এই সব ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো হজ মৌসুমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।

সুদানে আশ্রয়শিবিরে ৩ দিন ধরে ভয়াবহ হামলা, নিহত শতাধিক

আপনজন ডেস্ক: সুদানের গৃহযুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া লাখো মানুষের জন্য স্থাপন করা একটি আশ্রয়শিবিরে ভয়াবহ হামলা টানা তৃতীয় দিনের মতো চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে বিবিসি রবিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, জমজম শিবিরে থাকা একজন পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছেন 'চরমভাবে বিপর্যয়কর' হিসেবে। আরেকজন বলেছেন পরিস্থিতি 'মারাত্মক'। অন্যদিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে, গত সপ্তাহের শেষ দিকে শুরু হওয়া একের পর এক হামলায় এখন পর্যন্ত শতাধিক বেসামরিক নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে অন্তত ২০ শিশু ও একটি চিকিৎসাদলও রয়েছে। হামলাগুলো চালানো হয়েছে পশ্চিম দারফুর অঞ্চলের এল-ফাশের শহর ও তার আশপাশের দুই শিবিরে। এই হামলার জন্য দায়ী করা হয়েছে দেশটির আধাসামরিক র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ)। তবে তারা দাবি করেছে, নিরীহ মানুষের ওপর তারা হামলা চালায়নি এবং হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যগুলো বানানো। বিবিসি বলছে, জমজম ও আবু শৌক নামের শিবির দুটি সাত লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত মানুষের অস্থায়ী আবাস, যাদের অনেকেই দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি। আরএসএফ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে চলমান গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে এই হামলার খবর এলো।
জাতিসংঘের সুদানের মানবিক সমন্বয়কারী ক্লেমেন্টাইন নকুয়েতা-সালামি জানিয়েছেন, তিনি 'অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত'। তিনি বলেন, 'বাস্তুহারা মানুষ ও সাহায্যকর্মীদের ওপর বর্বর হামলার ধারাবাহিকতায় এটি একটি ভয়াবহ ও অগ্রহণযোগ্য মাত্রা।' মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরও বলেছে, তারা জমজম ও আবু

শৌকে আরএসএফের হামলার খবরে 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন' এবং 'সবচেয়ে অসহায় মানুষদের ওপর হামলার' তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। অন্যদিকে মঙ্গলবার সুদানবিষয়ক একটি সম্মেলন আয়োজন করা ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি এ হামলাকে 'চমকে দেওয়ার মতো' বলেছেন এবং আরএসএফের 'নির্বিচারে হামলা'র নিন্দা জানিয়েছেন। এ ছাড়া সাহায্য সংস্থা রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, জমজমে চিকিৎসক, রেফারাল ড্রাইভার, টিম লিডারসহ তাদের ৯ জন কর্মী 'নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন'। তাদের দাবি, 'এটি পরিকল্পিত হামলা, যার উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলের চিকিৎসা অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া, যাতে গৃহহারা মানুষ চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। আমাদের একটি ক্লিনিকও হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে, সঙ্গে এল-ফাশারের অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রও।' আরএসএফ শনিবার দেওয়া এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, তারা বেসামরিক লোকদের ওপর হামলা চালায়নি এবং জমজমে যা ঘটেছে, তা তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য সাজানো। 'হোয়াটসঅ্যাপের একটি অডিও বার্তায় রবিবার সকালে মোস্তফা নামের (৩৪) এক বাসিন্দা বিবিসিকে বলেন, তিনি জমজমে একটি কমিউনিটি কিচেনে কাজ করতেন এবং সেখানে 'বিপুলসংখ্যক তরুণ নিহত হয়েছে'। তিনি আরো বলেন, 'কমিউনিটি কিচেনে যারা কাজ করতেন, তারা মারা গেছেন। হাসপাতাল ফের চালু করার যে উদ্যোগ ছিল, সেই প্রকল্পে যুক্ত চিকিৎসকরাও নিহত হয়েছেন। আমার চাচা আর চাচাতো ভাই নিহত হয়েছেন। অনেকে রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছে। কারণ এখানে ওষুধ নেই, হাসপাতাল নেই।' তিনি আরো জানান, শিবিরের চারদিকে সব পথ বন্ধ এবং চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। আরেক বাসিন্দা ওয়াসির বলেন, 'জমজমে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অনেক বেসামরিক লোক পালিয়ে গেছে, আমরাও পালানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। সব রাস্তা বন্ধ, সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চাও আছে। চারদিকে মৃত্যু। আমি এখন যেখান থেকে কথা বলছি, সেটা একটি খন্দক, আর এখানেও গোলাবর্ষণ চলছে।'
স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিশেষজ্ঞ শুক্রবার জানিয়েছেন, 'এটি ২০২৪ সালের বসন্তে এল-ফাশারে সংঘাত শুরুর পর থেকে জমজমে সবচেয়ে ভয়াবহ স্থল হামলা।' ইয়েল স্কুল অব পাবলিক হেলথের হিউম্যানিটারিয়ান রিসার্চ ল্যাব জানায়, 'শিবিরের কেন্দ্র, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বহু কাঠামো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা দগ্ধ হয়েছে।' ২০২৩ সালের ১৫ এপ্রিল সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকেই এই যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধই তৈরি করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক সংকট, বাস্তুচ্যুত করেছে এক কোটি ২০ লাখেরও বেশি মানুষকে এবং বহু অঞ্চলকে ঠেলে দিয়েছে ক্ষুধার মুখে। দারফুরের এল-ফাশার শহরটি এখনো সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা শেষ প্রধান শহর এবং আরএসএফ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি ঘিরে রেখেছে।

তিন সেক্টরে পূর্ণ শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের নির্দেশ তালিবান প্রধানের

আপনজন ডেস্ক: ইসলামিক আমিরাতের প্রধান শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা সম্প্রতি কান্দাহারে পাকতিয়ার গভর্নর ও অন্যান্য প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সাক্ষাৎকালে তিনি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শরিয়াহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি স্থানীয় কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা ইসলামী বিধান, বিশেষ করে 'আমর বিল মারুফ (পুণ্যের প্রচার) ও নাহি আনিল মুনকার (পাপ প্রতিরোধ)' আইন কার্যকর করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালান। ইসলামিক আমিরাতের উপ-মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত এক বিবৃতিতে বলেন, 'সম্মানিত আমিরুল-মুমিনিন কর্মকর্তাদের ইসলামী ব্যবস্থা শক্তিশালী করার, শরিয়া বাস্তবায়ন করার, পুণ্যের প্রচার ও পাপ প্রতিরোধের আইন প্রয়োগ করার এবং জনগণের সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন।'
ইমারাতের শীর্ষ নেতা জনগণের মধ্যে ঐক্য রক্ষা এবং বিভেদ প্রতিরোধের গুরুত্বের উপরও আলোকপাত করেন। ফিতরাত জানান, 'আমিরুল-মুমিনিন জনগণকে মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করার, জনসাধারণের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার এবং জাতিগত বিভেদ দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন।' এ বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক আব্দুল সাদিক হামিদজয় বলেন, 'সরকার যদি জনগণের সমর্থন চায়, তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, যাতে কেউ হতাশ বা বিচ্ছিন্ন বোধ না করে।'
এর আগে কান্দাহারে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়ের সময়ও ইসলামিক আমিরাতের নেতা মতভেদ দূর করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একটি ইসলামী ব্যবস্থা তখনই সফল হতে পারে, যখন সকল নাগরিকের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় থাকে।

নেতানিয়াহুর ছবি পেটানোর সংবাদ ইসরায়েলি গণমাধ্যমে

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশিরা। শনিবার (১২ এপ্রিল) রাজধানী ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ অংশ নিয়েছিল। এ সময় ফিলিস্তিনি পতাকা বহন করে এবং 'ফ্রি, ফ্রি ফিলিস্তিন' স্লোগান দেয় তারা।
বাংলাদেশিদের এই বিক্ষোভের সংবাদটি বার্তা সংস্থা এপির বরাত দিয়ে পুনরায় প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি প্রভাবশালী গণমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল। সেখানে নেতানিয়াহুর ছবিতে পেটানোর বিষয়টি মূল শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এপির শিরোনামে এ বিষয়টি নেই। তারা শিরোনাম করেছে, 'বাংলাদেশের রাজধানীতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রায় ১ লাখ মানুষের র‌্যালি। ' অন্যদিকে টাইমস অব ইসরায়েল একই খবরের শিরোনামে লিখেছে, 'বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ মানুষের গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পিটিয়েছে নেতানিয়াহু ও তার মিত্রদের ছবি।' এই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলের হামলার নিন্দা জানাতে বাংলাদেশের রাজধানীতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী র‌্যালি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সোহরাওয়ার্দী পার্কে প্রায় ১ লাখ বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল কয়েক শ ফিলিস্তিনি পতাকা।
সেখানে তারা 'ফ্রি ফ্রি, ফিলিস্তিন' স্লোগান দেয় তারা।
বিক্ষোভকারীদের অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি পিটিয়েছে। তাদের অভিযোগ, তারা ইসরায়েলের সহযোগী। র‌্যালিতে তারা প্রতীকী কফিন এবং হতাহত বেসামরিক মানুষের প্রতীকী পুত্তলিকা নিয়ে এসেছিল।
এপির প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও ইসলামিক দল এই র‌্যালিতে সংহতি জানায়।
টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনের শেষে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ১৭ কোটি মানুষের একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই এবং তারা একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সমর্থন করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৯ বিলিয়ন ডলার সরকারি অনুদান বন্ধে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত

ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মামলা

আপনজন ডেস্ক: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ট্রাম্প প্রশাসনের ৯ বিলিয়ন ডলারের সরকারি অনুদান ও চুক্তি পর্যালোচনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কথিত 'ইহুদিবিদ্বেষ' দমন অভিযানের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।
শুক্রবার বোস্টনের একটি ফেডারেল আদালতে দায়ের করা মামলায় বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন অবৈধভাবে একাডেমিক স্বাধীনতা ও বাক্স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করছে। মামলাটি করেছে হার্ভার্ডের আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটি প্রফেসরস (এএইউপি)-এর স্থানীয় ও জাতীয় শাখা।
যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ—যারা আদালতে প্রশাসনের পক্ষ সমর্থন করছে—শনিবার কোনো মন্তব্য করেনি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।
ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে হার্ভার্ড ক্যাম্পাসে মুখোশ পরিহিত আন্দোলনকারীদের উপস্থিতি প্রশাসনের নজরে আসে। পরবর্তী এক চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো হার্ভার্ডকে কয়েকটি শর্ত পূরণের নির্দেশ দেয়—যার মধ্যে ছিল মুখোশ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, ডাইভার্সিটি, ইকুইটি অ্যান্ড ইনক্লুশন (ডিইআই) প্রোগ্রাম বাতিল এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা। চিঠিতে আরও বলা হয়, হার্ভার্ডের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যক্রম—যেগুলো 'ইহুদিবিদ্বেষমূলক হয়রানি' বাড়িয়ে তোলে—সেগুলো পুনর্মূল্যায়ন ও সংস্কার করতে হবে এবং নীতিভঙ্গকারী শিক্ষার্থীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
প্রশাসন বলছে, তারা ১৯৬৪ সালের সিভিল রাইটস অ্যাক্টের শিরোনাম ধারা অনুযায়ী এসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা সরকারিভাবে অর্থায়নপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ দেয়।
তবে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, প্রশাসন আইন অনুযায়ী প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অর্থ বন্ধের হুমকি দিয়েছে এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে সুরক্ষিত বাক্স্বাধীনতার লঙ্ঘন।
মামলার বাদী পক্ষ দাবি করছে, ট্রাম্প প্রশাসন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও নীতিগত পছন্দ হার্ভার্ডের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এমন বক্তব্যকে দমন করতে চাইছে যা তাদের অপছন্দ।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০১মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৪	৫.১৬
যোহর	১১.৪২	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০১	
এশা	৭.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

নাইটক্লাবের ছাদ ধসে নিহত বেড়ে ২২৫

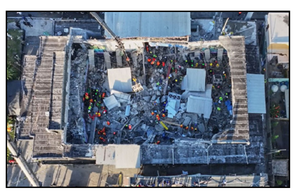

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিবীয় দেশ ডোমিনিকান রিপাবলিকের রাজধানীতে নাইটক্লাবের ছাদ ধসের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এক রাতেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে, যার ফলে শনিবার পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়েছে বলে জানা গেছে।
দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবারের দুর্ঘটনার পর সান্তো ডোমিঙ্গোর ওই ক্লাবের ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৮৯ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। তাদের মধ্যে আহত ১৫ জন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

চিনে ৮৩৮ ফ্লাইট বাতিল, ট্রেন চলাচল বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: চীনের রাজধানী বেইজিং ও উত্তরাঞ্চলে প্রবল বাতাসের কারণে ৮৩৮ টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, ট্রেন চলাচলও স্থগিত রয়েছে।
শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটের মধ্যে বেইজিংয়ের দুটি প্রধান বিমানবন্দরে এসব ফ্লাইট বাতিল হয়। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, বেইজিংয়ে ঘণ্টায় ৯৩ মাইল গতিবেগের বাতাস বইছে, যা গত ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। এই দমকা হাওয়া রবিবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ কারণে পর্যটন স্পট ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।
এ পরিস্থিতিতে শুক্রবার থেকেই লক্ষাধিক মানুষকে ঘরের ভেতরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিছু রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সতর্ক করে বলেছে, ৫০ কেজির কম ওজনের মানুষ 'সহজেই বাতাসে উড়ে যেতে পারেন'।
ঝড়ের কারণে বেইজিংয়ের বিমানবন্দর এক্সপ্রেস সাবওয়ে লাইনসহ বেশ কিছু উচ্চগতির রেল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া, শহরের পার্কগুলো বন্ধ রয়েছে এবং প্রায় ৩০০টি গাছ উপড়ে পড়েছে। বেইজিংয়ের ২২ মিলিয়ন বাসিন্দাকে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে বলা হয়েছে।
বেশ কিছু গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এখন পর্যন্ত কেউ আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

লেবাননে হিজবুল্লাহর অধিকাংশ সামরিকঘাঁটি সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ লেবাননের হিজবুল্লাহ-নিয়ন্ত্রিত অধিকাংশ সামরিকঘাঁটি এখন লেবানন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে শনিবার হিজবুল্লাহঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে। শনিবার (১২ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে আরব নিউজ। ২০২৩ সালের ২৭ নভেম্বর হিজবুল্লাহ ও ইসরাইলের মধ্যে এক বছরেরও বেশি সময়ের সংঘর্ষ—এর মধ্যে দুই মাসের পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ—শেষে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী, দক্ষিণ লেবাননে কেবল জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী ও লেবাননের সেনাবাহিনী অবস্থান করতে পারবে। চুক্তিতে ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহকে তাদের দক্ষিণাঞ্চলের সামরিক অবকাঠামো ভেঙে ফেলা এবং যোদ্ধাদের লিটানি নদীর উত্তরে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়, যেটি ইসরাইলি সীমান্ত থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে।
সূত্রটি জানিয়েছে, 'লিটানি নদীর দক্ষিণে হিজবুল্লাহর ২৬৫টি সামরিক অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১৯০টি সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।' চুক্তি অনুযায়ী, ইসরাইলকে ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে লেবানন থেকে পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছিল। তবে তারা 'কৌশলগত গুরুত্বসম্পন্ন' পাঁচটি অবস্থানে এখনও সেনা রেখে দিয়েছে।

ইইউ থেকে মাংস-দুগ্ধজাত পণ্য যুক্তরাজ্যে নিতে পারবেন না ভ্রমণকারীরা

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলোতে ঘুরতে যাওয়া যুক্তরাজ্যে বাসিন্দারা মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য নিজ দেশে নিয়ে যেতে পারবেন না। ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ প্রতিরোধে ব্যক্তি উদ্যোগে এসব পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দেশটি। এতে হতাশ হবেন দেশটির ভোজনরসিক মানুষ যারা ইইউর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে তাদের প্রিয় কিছু খাবার দেশে নিয়ে আসতেন। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ দ্য গার্ডিয়ান। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইইউতে ছুটি কাটাতে যাওয়া ব্যক্তিরা দেশে ফেরার সময় গরু, ভেড়া, ছাগল বা শূকরের মাংস এবং দুগ্ধজাত পণ্য গ্রেট ব্রিটেনে আনতে পারবেন না। এমনকি পনির বা হ্যাম (প্রক্রিয়াজাত শূকরের মাংস) দিয়ে তৈরি স্যান্ডইউচও আনা যাবে না। তবে নিরাময়কৃত মাংস, কাঁচা মাংস এবং দুধ আনা যাবে। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে।
ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজের বিস্তার রোধে এই পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাজ্য। ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ সরাসরি মানুষকে আক্রান্ত না করলেও গবাদিপশুর ক্ষেত্রে এর প্রভাব ধ্বংসাত্মক। এটি একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা গবাদিপশু, ভেড়া, শূকর এবং অন্যান্য ক্ষুরযুক্ত প্রাণীর ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ১০০ সংখ্যা, ৩০ চৈত্র ১৪৩১, ১৫ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

সাধু সাবধান

আমরা যাহা করি, তাহা কতটা বুঝিয়া করি? এই ব্যাপারে আমরা আসলে কতটা সচেতন? এই কথা সত্য যে, বুঝিয়া না করিবার ফল কখনোই শুভ হয় না। এমনকি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইতে পারি, যদি আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না বুঝিয়া করি। নিজেদের মধ্যে বা বিভিন্ন দলের মধ্যে যে ঐক্য হয়, তাহার একটি অভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থাকে। ঐক্যবদ্ধ থাকিলে সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাইতে পারি সহজেই; কিন্তু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফল হয় মারাত্মক। ইহার কারণে আমরা ধ্বংস বা নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারি।

কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তথ্যে এই বিষয়টি উঠিয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয় Dialectical Materialism। Dialectical শব্দটি আসিয়াছে গ্রিক Dialego শব্দ হইতে, যাহার অর্থ আলোচনা বা তর্ক করা। ইহাকে মার্কসবাদের ভিত্তিমূল বলিয়া গণ্য করা হয়। জার্মান দার্শনিক হেগেল এই তত্ত্বের জনক হইলেও কার্লমার্কসের মাধ্যমে ইহা বিকাশ লাভ করিয়াছে।

এই জন্য আমরা বলি—যাহা কিছু আমরা করিব তাহা যেন বুঝিয়া শুনিয়া করি। না বুঝিয়া করিলে তাহাতে হিতে বিপরীত হয়। আর বুঝিয়া করিলে তাহাতে কেহ বোকা ভাবিলেও কিছু যায় আসে না। আমরা সমবেত হইলাম ধর্মান্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে। যেইহেতু তখন অন্যরা আসে নাই, তাই আমরা দাঁড়াইয়া গেলাম সেই ভিন্নশক্তির বিরুদ্ধে; কিন্তু এখন আমরা কী দেখিতে পাইতেছি? আমাদের বোধোদয় হইবে কবে?

বুর্জোয়াদের অনেক ভালো গুণ রহিয়াছে। যাহাদের বিরুদ্ধে তাহারা একদা ঐক্যের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হইল, জোট ক্ষমতায় থাকিলেও স্থানীয় প্রশাসন আবার ঐ বিরুদ্ধশক্তির নির্দেশেই চলে। ইহা কী করিয়া সম্ভব? আমরা ধরিয়া লইলাম—সরকার নিরপেক্ষ রহিয়াছে; কিন্তু সরকারের প্রশাসন কি নিরপেক্ষ রহিয়াছে?

পৃথিবীর এখানে সেখানে ঐক্য হয়; কিন্তু যখন নিজেরাই সেই ঐক্যের বিরুদ্ধে কাজ করেন, তখন সেই ঐক্য পরাজিত হয়। তখন জয়লাভ করে তাহারাই, যাহাদের বিরুদ্ধে একদা ঐক্য স্থাপন করা হইয়াছিল। অতএব, সাধু সাবধান। ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।

• • • • • • • • • • • • •

মানবিক সম্পর্কের সবকিছু ভোটের অংক দিয়েও হয় না

এখানেই জন্মেছি, বড় হয়েছি, এই গঙ্গায় সাঁতার শিখেছি, মাছ ধরেছি। এপারের মোথাবাড়ি হোক কি ওপারের ধুলিয়ান– কোনোদিন কোনও দাঙ্গা দেখিনি, হিন্দু-মুসলিমকে এক অপরের বাড়ি-ধর্মস্থান আক্রমণ করতেও না। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে, গুজরাটে দাঙ্গা হয়েছে। নানা স্থানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলেছে, তারপরও মালদা-মুর্শিদাবাদ শান্তিপূর্ণ থেকেছে। তবে হঠাৎ এই ভ্রাতৃঘাতী হিংসা কেন? তা নিয়ে লিখেছেন অক্সফোর্ডের গবেষক **শাহনওয়াজ আলি রায়হান**।

হলুদ পাখিগুলোকে জামরুল গাছের ডালে ডাকাডাকি করতে দেখার সেই কৌতুহলী শৈশবকাল থেকেই এই এলাকাগুলোকে চিনি। হাতের তালুর মতো। এখানেই জন্মেছি, বড় হয়েছি, এই গঙ্গায় সাঁতার শিখেছি, মাছ ধরেছি। এপারের মোথাবাড়ি হোক কি ওপারের ধুলিয়ান– কোনোদিন কোনও দাঙ্গা দেখিনি, হিন্দু-মুসলিমকে এক অপরের বাড়ি -ধর্মস্থান আক্রমণ করতেও না। বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে, গুজরাটে দাঙ্গা হয়েছে। সারা ভারতের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলেছে, তারপরও মালদা-মুর্শিদাবাদ শান্তিপূর্ণ থেকেছে। কোনো আদর্শ, কোনো বিষবাষ্প, কোনো বহিরাগত শক্তি গৌড় সুলতান-মুর্শিদাবাদ নবাবদের সময় থেকে চলে আসা এইসব এলাকার সমন্বয়কামী চরিত্রকে খর্ব করতে পারেনি। আমাদের স্কুল এক, আমাদের বাজার এক, মুদির দোকান এক, হাসপতাল এক, এমনকি আল্লাহ-ঈশ্বর যে নামেই ডাকি সেই সৃষ্টিকর্তাও এক। এইসব মিলিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার কাঁধে বহন করেই তো আমরা জীবনপুরের পথিক হিসেবে একে অপরের পাশাপাশি হাঁটছিলাম। তবে হঠাৎ এই ভ্রাতৃঘাতী হিংসা কেন ? কারণ একটাই - আমাদের দু'জনের মাঝে এক তৃতীয় শক্তি ঢুকে পড়েছে। সে বহিরাগত, তার আপাদমস্তক ঘৃণার চাদরে আবৃত। এই ঘৃণার বুনিয়াদ মুসলিমবিদ্বেষ । তবে দরকাল পড়লে সেটি দলিত থেকে বাঙালি হিন্দু বিরোধী কিছু হতেই বিন্দুমাত্র সময় লাগেনা (যেমনটা দিল্লির এক মাছের বাজারে আমরা সম্প্রতি দেখলাম)।

মালদা-মুর্শিদাবাদের স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম সবার কাছে করজোড়ে অনুরোধ আপনারা বিজেপি-আরএসএস-এর ফাঁদে পা দেবেন না। বাংলার হিন্দুত্ববাদীরা বুঝে গেছে সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তারা জীবনেও বাংলায় ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তাই দাঙ্গাকেই নির্বাচন বৈতরণী পারের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাই তাদের নেতারা বাংলার বিভিন্ন জেলায় জেলায় ঘুরে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে। তাদেরই কিছু অনুসারী কখনো মসজিদের সামনে অভব্যতা করছে, তো কখনো ওয়াকফের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে হামলা করছে। এগুলো সবই উস্কানি। তারা আপ্রাণ চায় মুসলিমরা এইসব প্ররোচনায় পা দিক। বিজেপির আইটি সেল থেকে বিজেপির সুরে সুর মেলানো গণমাধ্যম– সবাই মনে মনে চায়ছে মুসলিমরা দাঙ্গা শুরু করুক। তাই তো এলাকার পরিস্থিতি সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণ থাকার পরও ফেক নিউজ, ফেক ছবি, ফেক বয়ান সব ব্যবহার করে জলঘোলার চেষ্টা করছে। এখানেই মুসলিমদের পরীক্ষা। সবর, ইলম, হিকমত সবকিছুর। বিশ্বাস করুন, এই পরীক্ষা যদি ভালভাবে পাশ করে যান, ২০২৬-এ বিজেপি কুপোকাত! এই ঘৃণা ছড়ানো টিভি চ্যানেলগুলোকে উচিত উত্তর দেওয়া হবে। তাছাড়া, মানবিক সম্পর্কের সবকিছু ভোটের অংক দিয়েও হয় না। হাদীসে এসেছে, কোনো মুসলিম দ্বারা অপর কোনো অমুসলিমের অধিকার হরণ হলে কেয়ামতের দিন রাসূল (সা.) নিজেই সেই মুসলিমের বিরুদ্ধে নির্যাতিত অমুসলিমদের পক্ষে দাঁড়াবেন । মজলুম মুসলিম বা অমুসলিম যা-ই হোক, তাঁর বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে।

আপনি হিন্দু হন, মুসলিম হন, জৈন হন, নাস্তিক হন, কংগ্রেস হন, তৃণমূল হন, বাম হন– এই সংবেদনশীল মুহূর্তে এক থাকুন। মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সরকার সবাই বিজেপির এই বিভেদকামী রাজনীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে। রাজ্যের পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে দাঙ্গা এড়ানোর। সেন্ট্রাল ফোর্স আসার সুযোগ করে দেওয়া মানেই বিজেপির কোর্টে বল! নাগরিকদের মানবিক ঐক্যের সামনে বিজেপির উস্কানি, প্ররোচনা খড়কুটো বই কিছুই না। শুধু আবেগের উপর মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ লাগবে এই যা। আমাদের শৈশবের মালদা-মুর্শিদাবাদ জুড়ে ডালে ডালে ডাকুক শুধুই হলুদ পাখি, কোনো ভাঙা মন্দির বা অস্ত্র হাতে দাপাদাপির গল্প এখানে অচেনাই থাক।

> **আমাদের স্কুল এক, আমাদের বাজার এক, মুদির দোকান এক, হাসপতাল এক, এমনকি আল্লাহ-ঈশ্বর যে নামেই ডাকি সেই সৃষ্টিকর্তাও এক। এইসব মিলিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার কাঁধে বহন করেই তো আমরা জীবনপুরের পথিক হিসেবে একে অপরের পাশাপাশি হাঁটছিলাম। তবে হঠাৎ এই ভ্রাতৃঘাতী হিংসা কেন ?**

এসএসসি-র পুরো প্যানেল বাতিলের পথ পরিক্রমা ও প্রভাব

২৬ হাজার চাকরিজীবীর প্যানেল বাতিলের রায় ভারতের বিচার বিভাগের ইতিহাসে একটি অন্যতম বিরল ঘটনা। এমন বিরাট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরিচ্যুতির ঘটনা দেশের কোথাও আগে কখনও ঘটেনি। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় জনমানসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কোন্ পরিস্থিতিতে পুরো প্যানেল বাতিলের ঘটনা ঘটলো এবং এর অভিঘাত কী হবে সে সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করলেন **মজিবুর রহমান**।

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সহকারী শিক্ষক এবং গ্রুপ- সি ও গ্রুপ- ডি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বিজ্ঞপ্তিতে নবম-দশমে ১২৯০৫, একাদশ-দ্বাদশে ৫৭১২, গ্রুপ- সি'তে ২০৬৭ এবং গ্রুপ- ডি'তে ৩৯৫৬ মোট ২৪৬৪০টি পদের উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষায় বসার জন্য ফর্ম পূরণ করেন: নবম-দশমে এক লাখ ষাট হাজার, একাদশ-দ্বাদশে এক লাখ কুড়ি হাজার এবং গ্রুপ- সি ও গ্রুপ- ডি'তে কুড়ি লাখ মোট বাইশ লাখ আশি হাজার। অপটিক্যাল মার্ক রেকগনিশন শীটের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় নভেম্বর মাসে। লিখিত ৫৫ ও একাডেমিক ৩৫ মোট ৯০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফল প্রকাশ করা হয় ২০১৭ সালের মে মাস থেকে জুলাই মাসের মধ্যে। প্রতি ১০টি পদের জন্য ১৪ জনকে উত্তীর্ণ করানো হয়। কিন্তু প্রথা ভেঙে প্রাপ্ত নম্বর সহ কোনো সাধারণ তালিকা বা কমন লিস্ট প্রকাশ করা হয়নি। ১০ নম্বরের ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হয় আগস্ট-নভেম্বরে। চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয় ২০১৭ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে। আবারও রীতি ভেঙে প্রাপ্ত নম্বরের উল্লেখ ছাড়াই সফল প্রার্থীদের প্যানেল এবং ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশ করা হয়। চারটি বিভাগেই ঘোষিত শূন্যপদের থেকে কম সুপারিশ পত্র কিন্তু বেশি নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়। সুপারিশ পত্রের সংখ্যা কমবেশি তেইশ হাজার আর নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ২৫৭৫৩। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক এবং গ্রুপ- সি ও গ্রুপ- ডি কর্মীরা নিযুক্ত হন ২০১৮ সালে। ২০১৯ সালে নিযুক্ত হন নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকরা।

২০১৬ এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে জনৈক বৈশাখী ভট্টাচার্য (চ্যাটার্জি) ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টে প্রথম মামলা করেন। নানাবিধ কারচুপি ও নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে ২০১৮-১৯ সালে আরও কয়েকটি মামলা দায়ের হয়। আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি ২০১৯ সালের জানুয়ারিতেই রাজপথের আন্দোলনও শুরু হয়। আন্দোলনকারীরা গণমাধ্যমে 'যোগ্য বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী' হিসেবে পরিচিত হন। অতিমারী করোনার সময়কাল অতিক্রান্ত হবার পর ২০২১ সালে মামলার সংখ্যা ও আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়।

গ্রুপ- সি এবং গ্রুপ- ডি নিয়োগ মামলার তদন্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে কমিটি রিপোর্ট জমা দেয় এবং 'প্যান্ডোরাস বক্স' খুলে যায়। রিপোর্টে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নানান ধরনের কারচুপির তথ্য উঠে আসে। কমিটি এগারো জন আধিকারিকের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগ করে। অভিযুক্তদের হাজতবাস শুরু হয়। বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি অন্তত দশটি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে অসংখ্য অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

অনিয়ম করে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়- ওএমআর কারচুপি, র‍্যাঙ্ক জাম্পিং, প্যানেল-ওয়েটিং লিস্টের বাইরে থেকে নিয়োগ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ। এই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের 'অযোগ্য' অথবা 'টেন্টেড' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত অযোগ্যদের সংখ্যা ৮ হাজারের মতো। শতাংশের দিক থেকে নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ- সি এবং গ্রুপ- ডি'তে যথাক্রমে ৯, ১৫, ৩৯ ও ৪৫ ভাগ অযোগ্য। অবশিষ্ট সতেরো-আঠারো হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর অপরাধ প্রমাণিত হয়নি এবং সেই হিসেবে তাঁরা 'যোগ্য' অথবা 'আনটেন্টেড' বলে গণ্য হন।

নিয়োগ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি হল ওএমআর শীট। নিয়ম অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক বছরের মধ্যে এগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে বলে এসএসসি'র দাবি। সেজন্য অরজিনাল ওএমআর শীট পাওয়া সম্ভব নয়। ওএমআর শীটের মিরর ইমেজও রাখা হয়নি। ওএমআর মূল্যায়ন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার একজন প্রাক্তন আধিকারিক পবন বনশালের কাছ থেকে তিনটি হার্ডডিস্ক উদ্ধার করা হয়। ওই হার্ডডিস্ক থেকে সমস্ত ওএমআর শীটের স্ক্যান কপি সংগ্রহ করা হয়। এখানে বোঝার সুবিধার্থে বলা দরকার যে, ওএমআর শীট এবং মিরর ইমেজের তথ্য অপরিবর্তনীয় হলেও স্ক্যান কপির তথ্য এডিট করা যায়। এজন্য স্ক্যান কপির তথ্য ততটা গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পবন বনশালের কাছ থেকে পাওয়া স্ক্যান কপিগুলো এসএসসি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। সিবিআই স্ক্যান কপিতে উল্লেখিত নম্বরের সাথে এসএসসি'র কম্পিউটারের সফটওয়্যারে থাকা নম্বর মিলিয়ে দেখে। দু'টোর নম্বরের মধ্যে অনেক গরমিল পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্ক্যান কপির নম্বরের থেকে সফটওয়্যারে থাকা নম্বর বেশি। ধরা যাক, একজন প্রার্থীর স্ক্যান কপিতে একটিও প্রশ্নের উত্তর লেখা নেই অর্থাৎ সে সাদা খাতা জমা দিয়েছে। এক্ষেত্রে তার শূন্য নম্বর পাওয়ার কথা কিন্তু সফটওয়্যারে হয়তো তার নম্বর আছে পঞ্চাশ বা পঁয়তাল্লিশ বা সাতচল্লিশ ইত্যাদি। স্ক্যান কপির নম্বরকে 'যোগ্য' চাকরিজীবীরা স্বীকার করলেও 'অযোগ্য' চাকরিজীবীরা অস্বীকার করেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ওএমআর মূল্যায়নের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনিয়ম করা হয়। গোপন টেন্ডারের মাধ্যমে নাইসা বলে একটা সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু নাইসার বদলে কাজ করে স্ক্যান টেক নামের অন্য একটা সংস্থা।

২০২২ সালের মে মাসে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৬ হাজার সুপারনিউমেরারি পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সংখ্যাটা 'অযোগ্য' চাকরিজীবী অথবা 'যোগ্য বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী'দের সমান। অর্থাৎ, যোগ্য বঞ্চিতদের চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি অযোগ্যদেরও চাকরিতে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। সুপারনিউমেরারি পদে অবশ্য কোনো শিক্ষক অথবা শিক্ষাকর্মী নিযুক্ত হতে পারেননি। হাইকোর্ট সরকারের এই উদ্যোগকে অবৈধ ঘোষণা করে। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলির নির্দেশে প্রায় ৮ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরিচ্যুত হন। দুই-তিন মাস বেতন বন্ধ থাকে। ডিভিশন বেঞ্চ তাঁদের পুনর্বহাল করে। নিয়োগ মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায়। শীর্ষ আদালত ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করে নিয়োগ দুর্নীতির যাবতীয় মামলার বিচার করার নির্দেশ দেয়। সেই মতো ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শাব্বির রশিদির বিশেষ বেঞ্চে শুনানি শুরু হয়। ২২শে এপ্রিল রায় ঘোষণা করা হয়। পুরো প্যানেল বাতিল করে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে নিয়োগ পত্র পাওয়া ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি বহাল থাকে। বাদবাকি ২৫৭৫২ জনের চাকরি চলে যায়। 'অযোগ্য' চাকরিজীবীদের বারো শতাংশ সুদ সহ সমস্ত বেতন ফেরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ২৪শে এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট প্যানেল বাতিল ও বেতন ফেরানোর নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। ২০২৫ সালের ৩রা এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ বহাল রাখে। 'যোগ্য'দের মধ্যে যাঁরা অন্য কোনো সরকারি চাকরি ছেড়ে এসেছেন শুধুমাত্র তাঁরা পুরনো পদে ফিরে যাবার সুযোগ পাবেন।

হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট উভয়েই যোগ্য-অযোগ্য পৃথক করার জন্য এসএসসি, বোর্ড বা সরকারের প্রতি বারংবার আহ্বান জানায়। তারা 'যোগ্য চাকরিজীবী' ও 'অযোগ্য চাকরিজীবী' শিরোনামে দুটি সুনির্দিষ্ট তালিকা পেতে চায়। কিন্তু কেউই সেই তালিকা দেয়নি এবং যোগ্যদের মধ্যে অযোগ্য থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা জোর দিয়ে নাকচ করেনি। অর্থাৎ, 'চাল-কাঁকড়' আলাদা করা হয়েছে, এই মর্মে হলফনামা দেওয়া থেকে সরকার পক্ষ বিরত থেকেছে। এমতাবস্থায়, আদালত পুরো প্যানেল বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাঁকড়যুক্ত চাল খেয়ে পেট খারাপ করার থেকে তা না খেয়ে অভুক্ত থাকার নিদান দিয়েছে।

যোগ্য-অযোগ্য নিরূপণ করার ব্যাপারে সরকার পক্ষ মোটেই আন্তরিক নয়- এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারা চেয়েছে যোগ্যদের ঢাল করে অযোগ্যদের পার করে দিতে। যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণকে আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সাপোর্টিং ডকুমেন্টের অভাবও রয়েছে। সচেতনভাবেই নথি নষ্ট করা হয়েছে।

আদালত যে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু চাকরীজীবীকে 'অযোগ্য' বলছে এবং তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে সেই মানদণ্ডেই অবশিষ্টদের 'যোগ্য' বিবেচনা করে চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হত বলে মনে হয় না। কাউকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা কি খুব জরুরি? যাঁরা অযোগ্য প্রমাণিত হয়নি তাঁদেরকে যোগ্য বলে মেনে নিতে এত আপত্তি কেন? তাঁরা কেন 'বেনিফিট অব ডাউট' পাবেন না? আদালত কি যোগ্য-অযোগ্য পৃথক করার জন্য একটা কমিটি গঠন করতে পারত না?

'অযোগ্য' চাকরিহারাদের সুদ সহ বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ কার্যকর করা অত্যন্ত কঠিন হবে। একাদশ-দ্বাদশ ও নবম- দশমের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ওই অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ত্রিশ লাখ ও চল্লিশ লাখ টাকার বেশি। ক'জনের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে? তাঁরা তো গাড়ি-বাড়ি কেনার জন্য ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে বহু টাকা ঋণ নিয়ে বসে আছেন! বেতনের টাকা থেকেই কিস্তি কাটা হয়। তাহলে কি এবার অনাদায়ে হাজতবাস নাকি হতাশায় আত্মহনন!

এমনিতেই জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দুর্নীতিপ্রবণ। দুর্নীতির একটা সামাজিকীকরণ ঘটে গেছে। তার উপর সরকার বা প্রশাসন যদি দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় তখন আর কারোর কিছু করার থাকে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুর্নীতিমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। খুব কমজনই পারে দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ না করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে।

২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত যুব সমাজের জন্য দুঃসময় শুরু হয়। চতুর্দিকে অসংখ্য শিক্ষিত বেকার, বিদ্যালয় সহ সমস্ত সরকারি বিভাগে প্রচুর সংখ্যক শূন্যপদ অথচ কোনো নিয়োগ নেই। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু নিয়োগ হয় কিন্তু নিয়ম মানা হয় না। একাডেমিক রেজাল্ট, চাকরির পরীক্ষার ফল, ইন্টারভিউয়ের পারফরম্যান্স- এসবের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। নেতা-মন্ত্রী আর আমলা-আধিকারিকরা চাকরি বিক্রির দোকান খোলেন। লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হতে থাকে। সর্বত্র কাটমানি, কমিশন, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি চলতে থাকে। এই নজিরবিহীন নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কোথাও তেমন তীব্র প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রদর্শিত হতে দেখা যায় না। সবাই চাক্ষুষ করে রাজা উলঙ্গ কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করে না- "রাজা, তোর কাপড় কোথায়?" এরকম একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বসে থাকা লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী মনে করতে থাকেন, সৎ পথে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ওই চাকরিকেই তাঁরা পাখির চোখ করেন। এঁদের একাংশ তখন গয়না গাঁটি, জমিজমা বিক্রি করে ঘুষের টাকা যোগাড় করেন। তাঁদের নৈতিক বিচ্যুতি ঘটে। তাঁরা দুর্নীতিমূলক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে যান। সিস্টেমের শিকার হন। পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় তাঁরা যে ভুল করেছেন এখন তার খেসারত দিচ্ছেন। যেসকল চাকরিপ্রার্থী সাদা খাতা জমা দিয়েছেন তাঁরা কিছুই লিখতে পারেননি বলে লেখেননি, ব্যাপারটি এমন নয়। আসলে তাঁরা জানা-অজানা কোনো প্রশ্নেরই উত্তর লেখার চেষ্টা করেননি। কারণ, এজেন্টদের সঙ্গে তেমনই কথা হয়েছিল। চাকরি বিক্রির বাজারে যাঁরা আসল এজেন্ট ধরেছেন এবং চুক্তি মোতাবেক 'পেমেন্ট' করেছেন তাঁদের চাকরি হয়েছে। নকল এজেন্টের হাতে টাকা দিয়ে চাকরি না পেয়ে অনেকেই প্রতারিত হয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ কর্মপ্রার্থী নিজেদেরকে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত করেননি। এটাকে একটা ইতিবাচক ঘটনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে সৎভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরাও বরখাস্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ সততার মূল্য থাকছে না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

একসঙ্গে এতজন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরিচ্যুত হওয়ার ফলে স্কুলগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। এখন আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম। স্কুল ফান্ড থেকে যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষক আছেন তাঁদেরও প্রায় অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ বিদায় নিলে স্কুলগুলো চলবে কীভাবে! নতুন নিয়োগের ব্যাপারে কোর্টের কোনো কড়া নির্দেশ নেই, কিন্তু বাতিলের বেলায় বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে! পুরো প্যানেল বাতিলের ফলে 'যোগ্য' চাকরিহারা, 'অযোগ্য' চাকরিহারা, 'যোগ্য বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী' সবারই ক্ষতি হল। বিপর্যয় ঘনীভূত হল সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায়। লাভ হল সরকারের। বেতন বাবদ খরচ বাঁচল। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের বিমুখতা বৃদ্ধি পেল। শিক্ষার বেসরকারিকরণ সম্প্রসারিত হল।

> **আদালত যে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু চাকরীজীবীকে 'অযোগ্য' বলছে এবং তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে সেই মানদণ্ডেই অবশিষ্টদের 'যোগ্য' বিবেচনা করে চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হত বলে মনে হয় না। কাউকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা কি খুব জরুরি?**

লেখক প্রধানশিক্ষক, কাবিলপুর হাইস্কুল

**** মতামত লেখকের নিজস্ব*

প্রথম নজর

সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ায় প্রাইমারি এডুকেশনের ভূমিকা নিয়ে সেমিনার

নাফিসা ইসমাত ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার অনুসন্ধান সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতার লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে দিনভরব্যাপী এক কর্মশালা হয়ে গেল। এই কর্মশালার মুখ্য বিষয় ছিল আমাদের সন্তান আমাদের ভবিষ্যৎ। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শিশু শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মনোবিদ এবং গুণীজনেরা। দিনটা শুরু হয় অনুসন্ধান টিমের শপথবাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে। সকলে মিলে শপথ গ্রহণের পর অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অধ্যাপক ডঃ দীপক রঞ্জন মন্ডল। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উপসচিব ডঃ পার্থ কর্মকার। তিনি বলেন, কিভাবে অনুসন্ধান সোসাইটি শিশুদের পড়াশোনা এবং সার্বিক উন্নয়নের কথা ভেবে একের পর এক কাজ করে চলেছে। এদিন প্রকাশিত হয় বিশিষ্টজনেদের লেখা নিয়ে আকর্ষণীয় শিক্ষা ফোল্ডার, ‘প্রাথমিকে শেখা-শিখি’। ‘মিট উইথ দ্য থট লিডার্স’ সেশনে লন্ডন থেকে অনলাইনে উপস্থিত ড. এম এ বারি বলেন আমাদের সন্তান আমাদের ভবিষ্যৎ ও সু-সন্তান গঠনে পিতা মাতার ভূমিকা। আমেরিকা থেকে যোগ দেন সার্ন রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী ড. ওয়াশিকুল ইসলাম। তিনি বলেন শিশুদের অনুসন্ধিৎসু মন বাড়ানো যায় কীভাবে। এর পর শুরু হয় প্যানেল ডিসকাশন। সেখানে কি-নোট স্পিচ দেন দুই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ অমরেন্দ্র মহাপাত্র এবং চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

এরপর শুরু হয় চারটি বিষয়ে প্যানেল ডিসকাশন। প্রথম বিষয় ছিল, শিশুদের চিন্তাভাবনা, তাদের প্রয়োজন ও সুসংহত বিকাশ। এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন দিব্য গোপাল ঘটক, সঞ্জিত সেনগুপ্ত। প্যানেল ডিসকাশন এর দ্বিতীয় বিষয় ছিল ‘আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য’। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. দেবব্রত মজুমদার, ড. সৈয়দ নূরুসসালাম ও বিশিষ্ট সফটওয়্যার ডেভেলপার প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য্য।কর্মশালার দ্বিতীয়ার্ধে আলোচনা হয় ‘শিশুদের প্রথম শিক্ষক তাদের অভিভাবক’। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক মিলন দত্ত, প্রধান শিক্ষক সজল কান্তি মন্ডল।

এদিনের প্যানেল ডিসকাশনে সর্বশেষ বক্তব্যের বিষয় ছিল ‘সার্বিক উন্নয়নে স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা’। এ বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষা প্রশাসক মেচবাহার শেখ, প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জাতীয় গবেষক সাবির আহমেদ। সবুজায়ন নিয়ে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা থেকে আগত বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংবাদিক মনোজ রায়। কিচেন গার্ডেন বিশেষজ্ঞ মনোজ রায় বলেন, বায়ু দূষণ আজ একটি বড় চিন্তার বিষয়, যেভাবে আমরা বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তা থেকে বাঁচতে স্কুল ও বাড়ির চারপাশে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেন তিনি। প্যানেল ডিসকাশন পরিচালনা করেন শেখ আলী আহসান, ডঃ চন্দন মিশ্র, ডঃ স্বাগতা বসাক এবং রাসনাউল আলম। এদিনের কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক আরফান আলী বিশ্বাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সাহাবুল ইসলাম, জহরলাল নাইয়া, গৌরাঙ্গ সরখেল, নায়ীমুল হক ও খাদেমুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি হাইব্রিড মোডে পরিচালনা ও টেকনিক্যাল দায়িত্বে ছিলেন শুভজিৎ মাইতি। কর্মশালার ভেন্যু লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সজল কান্তি মন্ডলকে ধন্যবাদ জানায় অনুসন্ধান টিম। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ শশাঙ্ক শেখর মন্ডল।

খারেজি মাদ্রাসা নিয়ে সেমিনার বহরমপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: চাতক ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘ বহরমপুরে ১৩ এপ্রিল রবিবার অনুষ্ঠিত হল জাতীয় আলোচনা চক্র । এদিন আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল খারেরি মাদ্রাসা- ঐতিহ্য ও আধুনিকায়ন । আলোচনা চক্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন চাতক ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শেখ মফেজুল । অনুষ্ঠানের পবিত্রতা ঘোষণা করে আল কোরআন পাঠ ও তার বাংলা অনুবাদ করেন মাওলানা বাবর আলী । জাতীয় আলোচনা চক্রের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য নিয়ে প্রাক কথন পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী তায়েদুল ইসলাম। এদিন অনুষ্ঠানে চাতক প্রকাশনের পক্ষ থেকে ড. নূরুল ইসলাম এর বর্তমান প্রেক্ষাপটের উপর একটি গ্রন্থ “সংঘাত নয় সদ্ভাব” প্রকাশ হয়। খারেজী মাদ্রাসাগুলোর কেন আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন, তার পথনির্দেশনা যুক্তি ও তথ্যসহ তুলে ধরেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যক্ষ ড. নূরুল ইসলাম । মাদ্রাসা গুলো কি ভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান।

মাদ্রাসাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও তার অনুশীলন করা কতটা জরুরী তার উপরে আলোচনা করেন প্রধান শিক্ষক, সমাজকর্মী আশরাফুল ইসলাম । মাদ্রাসার সিলেবাস ও বর্তমান প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেন ইসলামি স্কলার মুফতি মোঃ সদরুদ্দিন ।

মাদ্রাসার মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর আলোকপাত করেন ইসলামি স্কলার মাওলানা আব্দুস শাকুর তাইমী। মাদ্রাসার স্বাস্থ্য ও পরিবেশ কেমন হওয়া দরকার সে বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক আবুল কালাম আজাদ।

বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল হামিদ সরকার, মাওলানা আনারুল ইসলাম, আবুল হোসেন মোল্লা, মাওলানা আবদুল্লাহ ডাল্টন, আব্দুস সামাদ, সেলিম রেজা, বায়তুল মুকাদ্দাস, মনিরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান প্রমুখ।

চাকরিহারারা এবার ট্রেনে-বাসে চেপে রওনা দিচ্ছেন দিল্লিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আগামীকাল দিল্লির উদ্দেশ্যে বসে করে রওনা দিচ্ছেন সদ্য চাকরিহারারা ৭৫ জন এই সফরে ভাগীদারি হবেন এবং কিছু সংখ্যক চাকরিহারারা ট্রেনে করে যাবেন।বাসে করে যারা যাবেন তাদের কাছে লিফলেট থাকবে। বিভিন্ন রাজ্যের উপর দিয়ে তারা যাবেন। সেখানে বাস দাঁড় করিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট তাদের বক্তব্য পেশ করবেন ও লিফলেট বিলি করবেন। দিল্লি গিয়ে যন্তর মন্তরে তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন এবং তাদের যে ভাবে চাকরীচ্যুত করা হয়েছে তারা সারা দেশের কাছে দেশের রাজধানীর মাটি থেকে তুলে ধরবেন। সেইসঙ্গে কলকাতাতেও তাদের কর্মসূচি জারি থাকবে। ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে একটি লিগাল পয়েন্ট বক্স তৈরি করেছেন তাঁরা।যারা কোন এডভাইস যদি দেওয়ার থাকে সেই ড্রপবক্সে তারা দিতে পারেন ।তাদের মতামত এইভাবে তারা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারা যে যোগ্য এবং যোগ্য ভাবেই চাকরি ছিনিয়ে আনবেন ।একদিকে কোর্টের মাধ্যমে অন্যদিকে রাস্তায় আন্দোলন করে তারা তাদের অধিকার বুঝে নেবেন। ১৭ এপ্রিল সমস্ত সরকারি আধিকারিকদের একটি ব্যাচ দেওয়া হবে যারা এই চাকরি হারাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছেন। প্রত্যেকের সেই ব্যাচ পড়ে কাজ করবেন নিজেদের জায়গায় ব্যাচ পড়ে চাকরি হারাদের সমর্থনে প্রতিবাদ জানাবেন। ১৪ এপ্রিল সব আইনজীবীদের এবং একই সঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতিদের এগিয়ে এসে দিশা দেখানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন চাকরি হারারা। ১৬ এপ্রিল যন্তর মন্তর দিল্লিতে দুপুর বারোটায় বিক্ষোভ দেখাবেন তারা। ১৮-১৯ এপ্রিল সমস্ত জেলা থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করতে মিছিল সংঘটিত হবে ।২২ এপ্রিল শিয়ালদা থেকে মিছিল করে রাজভবন গিয়ে রাজ্যপালের কাছে তার হস্তক্ষেপ চেয়ে চাকরি হারারা তাদের দাবি সম্বলিত ডেপুটেশন রাজ্যপালের কাছে জমা দেবেন। প্রাক্তন বিচারপতি ও বিজেপি সংসদ অভিজিৎ গাঙ্গুলি কে রাজ্যে শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন চাকরি হারারা।

সুন্দরবনের মৎস্য পণ্য নিয়ে গবেষণা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের পিএইচডি গবেষক জাহাঙ্গীর আলম সুন্দরবনের মৎস্য বিপণন ব্যবস্থার ওপর তাঁর গবেষণায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। “ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবনের নির্বাচিত মাছ বাজারের মৎস্য পণ্যের বিপণন দিকগুলির উপর একটি গবেষণা” শিরোনামে তাঁর গবেষণাটি মাছ ব্যবসার চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত করেছে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল: মৎস্য বিপণনের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ, জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়ন,সরকারি নীতিমালা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পর্যালোচনা,টেকসই বিপণন কৌশল প্রস্তাব ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার উপায় খোঁজা।

সুন্দরবনের বিশাল মৎস্য সম্ভার থাকা সত্ত্বেও বহু জেলে ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত। বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য, দুর্বল পরিকাঠামো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব তাদের আয় কমিয়ে দিচ্ছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে জেলেরা লাভের বড় অংশ হারান।

অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় আয় আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

তাঁর গবেষণায় ডিজিটাল বিপণনের ধারণা, যেমন ই-কমার্স ও স্মার্ট বিজনেস মডেল, মাছচাষের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা এনে দেয়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জেলেরা সরাসরি ক্রেতার সাথে যুক্ত হতে পারবেন, যার ফলে তাদের আয় বাড়বে এবং স্বচ্ছতা আসবে বিপণন ব্যবস্থায়।

সরকারি নীতির আধুনিকীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, “ডিজিটাল বিপণন ও নীতিগত সংস্কারের মাধ্যমে সুন্দরবনের মৎস্য খাতের উন্নয়ন জেলেদের জীবনমান ও আঞ্চলিক অর্থনীতিকে পরিবর্তন করতে পারে।”

একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক অবদান: জাহাঙ্গীর আলম শুধু গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ নন, বরং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণ তাঁকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে।

তিনি বিবিএ ও এমবিএ শেষে পিএইচডি গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং পাশাপাশি ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০১৬ সালে তিনি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন, যা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংস্কৃতি ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন এবং ভ্রাম্যমান শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগে তিনি ভাষা শহীদদের স্মরণে এক ব্যতিক্রমী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।

ওয়াকফ বিলের কপি পুড়িয়ে প্রবল প্রতিবাদ বানেশ্বরপুর বাজারে

বাইজিদ মন্ডল ● উস্থি

আপনজন: ওয়াকফের পবিত্রতা রক্ষা এবং মুসলিমদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে আর সেই মুসলিম পার্সোনাল লো বোর্ড এর নির্দেশে মগরাহাট এক নম্বর ব্লক বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ,ফ্যাটারনীটি মুভমেন্ট,জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, মিল্লি ইত্তেহাদ কমিটি সহ এলাকার বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে এবং রাস্তার উপর ওয়াকফ বিলের কপি পুড়িয়ে দিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বানেশ্বরপুর বাজারে এক বিরাট প্রতিবাদ জনসভা করেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন মনোয়ার হোসেন মোল্লা রাজ্য সভাপতি ফ্র্যাটারনিটি মুভমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ,অধ্যাপক ডা: জাহান আলি পুরকাইত সাধারণ সম্পাদক বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ, ফরিদুল হক সরদার ব্লক নাজিম জামায়াত ই হিন্দ, মাস্টার মনিরুল হক ব্লক সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ,নূরনবী সরদার ব্লক সভাপতি ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া, এডভোকেট হাফিজুর রহমান কলকাতা হাইকোর্ট, বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ এর সহসভাপতি এ কে এম গোলাম মোর্তোজা ও সাবির আহমেদ, শিক্ষক আব্দুর রউফ, অধ্যাপিকা ডা: সালেহা বেগম, মাওলানা সাইফুদ্দিন সাহেব ব্লক সভাপতি ইমাম পরিষদ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধি ও মুসলিম ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ।

মগরাহাট এক নম্বর ব্লক বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ, ফ্যাটারনিটি মুভমেন্ট, মিল্লী ইত্তেহাদ, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ সহ বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধি ও সর্বসাধারণ মুসলিম ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের তাদের বক্তব্য সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক পাস করা ওয়াকফ (সংশোধনী) অ্যাক্ট, ২০২৫-এর বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদ জনসভা। উপস্থিত জনসভা থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস করিয়েছে। এটি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আনা একটি বিল।এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। এছাড়াও, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা হবে।তারা আরো বলেন, এর পরেও যদি রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ না করা হয়, তাহলে তা হবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা: জাহান আলী পূরকাইত এই বলে যে তারা এদিন এত জনসংখ্যায় এসে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তাই সকল কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী দিনে যদি এই বিল প্রত্যাহার না করা হয়, তাহলে মগরাহাটের মানুষ আরও বৃহত্তর পরিসরে প্রতিবাদ করবে। শুধু মগরাহাট নয়, কলকাতা সহ সমগ্র বাংলায় আন্দোলন করা হবে।

আইএসএফের ধিক্কার মিছিল হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় আইএসএফ এর উদ্যোগে রবিবার বিকেলে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনুষ্ঠিত হল ধিক্কার মিছিল। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বহু সাধারণ মানুষ সহ আইএসএফের নেতৃত্ববৃন্দ। হরিহরপাড়া ব্লক আইএসএফ কমিটির উদ্যোগে রবিবার বিকেলে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদী ধিক্কার মিছিল।

হরিহরপাড়ার পাওয়ার হাউস মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয় এবং হরিহরপাড়া হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত পরিক্রমা করে।

এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন আইএসএফের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী সহ স্থানীয় বহু সাধারণ মানুষ। মিছিল থেকে উঠে আসে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের জোরালো দাবি।

আইএসএফ নেতারা অভিযোগ করেন, ওয়াকফ আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সমাজের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে সরকার। তারা জানান, এই আইন সংবিধান বিরোধী এবং এর বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন জারি থাকবে।

ফের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াল ‘মানবতা’

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ফের অসহায় মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘মানবতা’। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া থানার উত্তর দিয়ারা গ্রামে এক শারীরিকভাবে অক্ষম প্রান্তিক পরিবারের অসহায় নারী রাবেয়া খাতুনের হাতে হুইলচেয়ার উপহার হিসেবে পৌঁছে দিয়েছে মানবতা। জানা যায় এই অসুস্থ রাবেয়া খাতুনের বিগত দুই বছর যাবত কঠিন রোগে চিকিৎসা চলছে। বর্তমানে প্যারালাইস অবস্থায়। স্ত্রীর এই দীর্ঘ চিকিৎসা পরিসেবা চালিয়ে যেতে গ্রামের মানুষ গরীব স্বামী জিয়াউল ইসলামের একরকম হিমসিম অবস্থা। তার পারিবারিক আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। চিকিৎসক এর পরামর্শ সত্ত্বেও আর্থিকভাবে অপারগ হওয়ায় স্ত্রীকে হুইলচেয়ার এর ব্যাবস্থা বা কিনে দিতে পারছিলো না।এমন পরিস্থিতিতে মানবতা সংস্থার কর্ণধর জুলফিকার আলি পিয়াদা কাছে আবেদন আসে পরিবারের তরফে। কোনও গাফিলতি না করে উপযুক্ত ভেরিফিকেশন করে সংস্থা নিশ্চিত করে পাওয়ার বিষয়ে। এবং বাড়িতে হুইল চেয়ার পৌঁছে দেওয়া হয় মানবতা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি পিয়াদা এর ব্যাবস্থাপনায় সমাজকর্মী রুকসানা পারভিন এর মাধ্যমে । যা দেখে গোটা বাদুড়িয়া বাসী সাধুবাদ জানিয়েছেন মানবতা’র উদ্যোগকে। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানিয়েছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি পিয়াদা সহ সকলকে।প্রসঙ্গত মানবতা সংস্থাটি বাংলার দু:স্থ, অসহায় মানুষের জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে।

ফলে বর্তমানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দু:স্থ অসহায় মানুষের কাছে অতি পরিচিত মানবতা। এই হুইলচেয়ার পেয়ে অসুস্থ রাবেয়া জানান “আমি খুবই উপকৃত হয়েছি আপনাদের এই ঋণ আমি কখনোই ভুলবো না” এবং অসুস্থের স্বামী জিয়াউল ইসলাম জানান, মানবতা আমার পরিবারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে এবং আমরা প্রচন্ড খুশি হয়েছি। যথেষ্ট প্রশংসা প্রাপ্য মানবতার।

বাঘ বিধবাদের সহায়তায় ডায়মন্ডহারবার প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: বড় অসহায় জীবন ওদের। তাই সুন্দরবনের বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াল ডায়মন্ড হারবার প্রেস ক্লাব ও কুসুমের ফেরা সাহিত্য পত্রিকা। বাঘের কামড়ে জীবন বিপন্ন বিপন্ন সংসার নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে বাঘ বিধবার পরিবারের কল্যাণে তুলে দিল দশ হাজার টাকা। গত ১৬ জানুয়ারিতে পশ্চিম বঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে ইতালি প্রবাসী কবি বিপুল বিহারী হালদার পেয়েছিলেন কলকাতা কবিতা উৎসবের মঞ্চ থেকে কুসুমের ফেরা ' গণদেবতা 'পুরস্কার। সেই পুরস্কারের প্রদেয় অর্থ তুলে দেওয়া হল সুন্দরবনের শিবগঞ্জ ধনঞ্জয় চম্পাবতী মহিলা সমিতির কর্ণধার শিক্ষারত্ন অমল নায়েকের হাতে। তুলে দিলেন ডায়মন্ড হারবার প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাংবাদিক সাকিল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ড. পার্থসারথি চক্রবর্তী। প্রায় ৫০জন কবি কবিতা পড়েন। ১৬জন কবি ও শিল্পীকে সুন্দরবন রত্ন পুরস্কার এবং সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সুন্দরবন রত্ন পুরস্কার পান কবি রফিক উল ইসলাম, নাট্য অভিনেত্রী ও পরিচালক ময়ূরী মিত্র, সুন্দরবনের শিক্ষক সেখ মোবারক আলী, সমাজ সেবী অমল নায়েক ও ঘুটিয়ারি শরীফের সঙ্গীত শিল্পী রাশেদা পারভিন প্রমুখ। সুন্দরবন রত্ন সম্মাননা পান কবি সুজিত হালদার, বাচিক শিল্পী সত্যকাম বাগচী,কবি নীপা চক্রবর্তী, কবি পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়, সংগীত শিল্পী সরস্বতী পোদ্দার, কবি সোমেশ হালদার, কবি হরিহর বৈদ্য ও কবি রূপালী ঘোষ, প্রধান শিক্ষক ও নাট্যকর্মী এম এম মনসুর, বাচিক শিল্পী মানসী সাধু খাঁ, অভিনেত্রী রূপালী বিশ্বাস প্রমুখ।

সুন্দরবনের দেল উৎসব উপলক্ষে আদিবাসী নৃত্যের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন সাংবাদিক সাকিল আহমেদ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লিলুয়ায় ত্রিকোণ প্রেমের বলি কিশোর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ত্রিকোণ প্রেমের জেরে খুন এক কিশোর। হাওড়ার লিলুয়ার বামুনগাছি এলাকার ঘটনা।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে জগদীশপুরের বাসিন্দা ওই কিশোরের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল পাড়ার এক কিশোরীর। কিন্তু ওই কিশোরীর সাথে গোলাবাড়ি থানার অন্তর্গত ফকির বাগানের এক কিশোরেরও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। নতুন সম্পর্ক ঘিরেই দুই কিশোরের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। গত পরশু দুজনেই আরও বন্ধুদের নিয়ে বামুনগাছি এলাকায় আসে। বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় জগদীশপুরের কিশোরকে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে গতকাল তার মৃত্যু হয়। লিলুয়া থানার পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করেছে। মৃত যুবকের নাম সাগর তেওয়ারি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ফাঁকা মাঠ থেকে মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: বীরভূমের মল্লারপুরে রেললাইন সংলগ্ন একটি ফাঁকা মাঠ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মল্লারপুর থানার পুলিশ উদ্ধার করল একটি যুবকের মৃত্যু দেহ। ঘটনা টি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার প্রচন্দ্রপুরের গ্রামে। মৃতের নাম দাবির সেখ তার বয়স আনুমানিক ৩৪ বছর। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, তাকে খুন করে মেরে ফেলা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা বেলা কে বা কারা দাবির সেখ কে ফোন করে ডাকে তারপর থেকে সে আর বাড়ি ফেরেনি। সারা রাত খোজাখুজি করে পরিবারে লোকজন।

সকালে গ্রামের বাইরে ফাকা মাঠের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকার মানুষ। এরপরই মল্লারপুর থানা এই খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃত দেহ টি উদ্ধার করে। মৃতের পেটে ধারলো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন পরিবারের লোকজন। মাথায় আঘাতের ও চিহ্ন রয়েছে।

রানাঘাটে ধৃত দুই বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: রানাঘাটে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সীমান্তের এক দালালের বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই বাংলাদেশিকে। ধানতলা থানা এলাকায়। ধৃতদের পুলিশ আজ রানাঘাট আদালতে পেশ করেছে।পুলিশ সূত্রে খবর, একমাস আগে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এই দুই বাংলাদেশি। এরপর ফের নিজের দেশে ফিরে যেতে চান তাঁরা। সেই মতো নিচ্ছিলেন প্রস্তুতি। আর তখনই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন অভিযুক্ত দু’জন। তাঁদের রানাঘাট আদালতে তোলা হয়। গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত নাম সাজু মিয়া এবং সমসিদা খাতুন। অভিযুক্তরা বাংলাদেশের মেঘনা ও কক্সবাজার জেলার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, এই দুই অভিযুক্ত গত একমাস আগে অবৈধভাবে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

প্রথম নজর

ওয়াকফ সংশোধনী আইন সংবিধানবিরোধী, ঘোষণা জমিয়তের

আপনজন ডেস্ক: জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর কার্যনির্বাহী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আজ দিল্লির আইটিও-তে অবস্থিত মাদানি হলে সংগঠনের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ আসআদ মাদানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০২৫ সালের ওয়াকফ সংশোধনী আইন, উত্তরাখণ্ডে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সরকারি অভিযান, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং ফিলিস্তিনে গণহত্যার মতো সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইসাথে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে। বৈঠকে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের অসংগতির ওপর বিশদ আলোচনা হয় এবং এই আইনকে সংবিধানের বিরুদ্ধে বলে অভিহিত করা হয়।

মাওলানা মাহমুদ মাদানি বলেন, এই আইন সংবিধানবিরোধী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি হাতিয়ার। এটি শুধুমাত্র একটি আইনি বিষয় নয় বরং ন্যায় ও নীতির প্রশ্ন। আমরা অতীতে এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি, ভবিষ্যতেও লড়ব। এই দেশ সমতা, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত, এবং আজ সেই ভিত্তিকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। কার্যনির্বাহী কমিটি বলেছে, এই আইন সংবিধানের ধারা ১৪, ১৫, ২১, ২৫, ২৬, ২৯ এবং ৩০০-এ-এর পরিপন্থী। এর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো ‘ওয়াকফ বাই ইউজার’-এর বিলুপ্তি, যা বহু ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থানের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবে। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী এদের সংখ্যা চার লক্ষেরও বেশি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য অন্তর্ভুক্তি ধর্মীয় বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ ও সংবিধানের ধারা ২৬-এর লঙ্ঘন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এই আইনকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। বৈঠকে উত্তরাখণ্ডে মাদ্রাসা বন্ধের সরকারি পদক্ষেপকে সংবিধান বিরোধী বলা হয়েছে এবং এর তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩০ অনুযায়ী সকল গোষ্ঠীর নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার আছে। সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তবুও উত্তরাখণ্ড সরকার সংবিধানবিরোধী আচরণ করছে। জমিয়তের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে যে, বন্ধ করা মাদ্রাসাগুলি পুনরায় চালু না করা হলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

একইসাথে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে ধর্মীয় অধিকারের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এটি শুধুমাত্র মুসলিমদের নয়, বরং দেশের সব জাতিগোষ্ঠীর জন্য উদ্বেগজনক। মুসলিম পার্সোনাল ল’ আল্লাহর বিধানভিত্তিক বিধি হওয়ায় এতে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। সংবিধানের ধারা ২৫ থেকে ২৯ পর্যন্ত এই ধর্মীয় স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়।

বুলডোজার অভিযানের প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলির পদক্ষেপেরও তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। আদালতের মতে, যে কোনো ধ্বংসের আগে নোটিশ দেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্তকে শুনানির সুযোগ দেওয়া আবশ্যক, অথচ বাস্তবে এটি মানা হচ্ছে না, বিশেষত দুর্বল জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। গাজায় ইসরায়েলি হামলা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। জমিয়তের দাবি, ভারত সরকার মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করুক এবং আহত ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসা ও গাজায় খাদ্য-চিকিৎসার মতো মৌলিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক। সদস্য সংগ্রহ অভিযানের মেয়াদ ১লা এপ্রিল থেকে বাড়িয়ে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত করা হয়েছে। স্থানীয় ও জেলা নির্বাচন ১লা আগস্ট থেকে ৩১শে আগস্টের মধ্যে এবং প্রাদেশিক নির্বাচন ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঠকে মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর জামাতা মুফতি লিয়াকত আলী কাসেমী, মাওলানা গুলাম কাদির সাহেবের পুত্র আবদুর রশিদ বান্ডে এবং মাওলানা ইয়াহইয়া করিমী মেওয়াত-এর মাতার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সভার শুরুতে মহাসচিব মাওলানা হাকীমুদ্দীন কাসেমী পূর্ববর্তী কার্য বিবরণী পাঠ করেন।

তথ্য সহায়তা: জাকির সেখ

বয়লারের পর চিমনি ভাঙা হল কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: ভয়াবহ প্রাণঘাতী দূষণের দায়ে অবশেষে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের ১ও ২ নম্বর ইউনিটের চিমনি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে রবিবার দুপুর ১-৩০ মি: ভাঙা হয়।কোলাঘাট-মেচেদা এলাকার হাজার হাজার মানুষ বাড়ির ছাদ বা উঁচু জায়গা থেকে তা প্রত্যক্ষ করে।কয়েক মাস আগে ওই দুটি ইউনিটের বয়লারও ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এশিয়ার বৃহত্তম কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের তিনটি ইউনিটের উদ্বোধন করেছিলেন। ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের চার,পাঁচ, ছয় এই তিনটি ইউনিট চালু হয়। প্রতি ইউনিটে ২১০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট ১২৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হত একসময় প্রতিদিন। এই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রায় ১২ হাজার মেট্রিক টন কয়লা লাগত প্রত্যহ। অত্যন্ত নিম্নমানের কয়লা পুড়িয়ে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র চলত বলে প্রত্যহ প্রায় ৬ থেকে ৭ হাজার মেট্রিক টন ছাই উৎপন্ন হত কেন্দ্রটিতে। ফলস্বরূপ তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে থেকে নির্গত ছাই দূষনে কোলাঘাট, মেছেদা সহ পার্শ্ববর্তী পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার প্রায় ৫০০ বর্গ কিমি এলাকা ভয়াবহ দূষণের শিকার হত কয়েক বছর আগে। এই অবস্থায় ওই ছাই দূষনের প্রতিকার চেয়ে এলাকার ভুক্তভোগী বাসিন্দারা ‘কৃষক সংগ্রাম পরিষদ’ ও “কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি”র পক্ষ থেকে লাগাতার আন্দোলনের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে অভিযোগ জানায়।এমনকি গ্রীন বেঞ্চেও অভিযোগ দায়ের হয়।যে কারণে পর্ষদ প্রায় ২৫ টি হেয়ারিং করে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কয়েক দফায় প্রায় ১কোটি টাকা জরিমানা করে।নির্দেশ দেওয়া হয়- ৬টি ইউনিটেই অতি আধুনিক ছাঁকনি যন্ত্র(ইলেক্ট্রো স্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর অর্থাৎ ই.এস.পি.)বসিয়ে ছাই দুষনের মাত্রা নিয়ন্ত্রনে আনতে হবে। কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক তথা কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন,ওই নির্দেশের পর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় দফার তিনটি ও প্রথম দফার তৃতীয় চিমনির মুখে আধুনিক ই.এস.পি মেশিন বসালেও পুরানো মডেলের তৈরি ১ম দফার প্রথম ও দ্বিতীয় চিমনি আধুনিকীকরণ করতে পারেননি। সে কারণে পর্ষদ ওই দুটি চিমনিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেয়। রাজ্যের অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কম উৎপাদন খরচে বিদ্যুৎ পরিমাণমত উৎপাদন করার কারণে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কর্তৃপক্ষ এই কেন্দ্রের প্রথম দফার দুটি ইউনিটে কয়েক বছর ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রাখে। সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ গত কয়েক মাস আগে এক ও দু নম্বর ইউনিটের বয়লার ভেঙে ফেলার পর, চিমনি দুটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন ।

বিধায়কের উদ্যোগে ভোটার তালিকা সংশোধনে প্রশিক্ষণ

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: হরিহরপাড়া বিধায়কের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ শিবির। রবিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া বিধানসভার বিধায়ক নিয়ামত শেখ, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি জিল্লার রহমান, হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ, জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক জিন্নাত আলী, ব্লক তৃণমূল সহ সভাপতি তথা রুকুনপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সাপিনুল বিশ্বাস, ব্লক তৃণমূল নেতা শাহানুরজ্জামান শেখ, চোয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সোহেল রানা খান ওরফে রকি খান, হরিহরপাড়া বিধানসভা এলাকার সমস্ত অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি, অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি, অঞ্চল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি এবং নেতৃত্বরা সহ আরও অনেকে। বিধায়ক নিয়ামত শেখ জানান- এই শিবিরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া আরও সচেতন ও সুসংগঠিত ভাবে সম্পন্ন করা যাবে।

নেতৃত্বরা জানান, আগাম নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কয়লাখনি সংস্থার দুটি অ্যাম্বুলেন্স দান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাসোল ব্লক এলাকার মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র বলতে নাকড়াকোন্দা গ্রামে অবস্থিত ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। পরবর্তীতে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার লক্ষ্যে ছুটতে হয় দুবরাজপুর গ্রামীণ চিকিৎসা কেন্দ্র কিম্বা সিউড়ি সদর হাসপাতাল। এছাড়া বর্ধমান, কোলকাতা কিম্বা বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে জেলা সদর সিউড়ি সহ দূর্গাপুর বা অন্যান্য জায়গায় চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার লক্ষ্যে ছুটতে হয় এ্যাম্বুলেন্স করে । কিন্তু এলাকায় সে অর্থে এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার যোগাযোগ খুবই খারাপ ছিল। সেই সমস্যা দূরীকরণে এগিয়ে আসেন খয়রাসোল ব্লকের একটি বেসরকারি কয়লাখনি সংস্থা। এদিন রবিবার ডাব্লিউ বি পিডিসিএল এর অধীনস্থ গোক্যুয়েষ্ট সোল্যুশন প্রাইভেট লিমিটেডের আয়োজনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হল। অনুষ্ঠানের মধ্য থেকেই নাকড়াকোন্দা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবনী বাগ্দী এবং খয়রাশোল পঞ্চায়েত প্রধান ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ এর হাতে উক্ত এ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দেওয়া হয়।

উপপ্রধানের দাদার পুকুর ভরাট বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় বিধায়ক অসিত

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হুগলির দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মানসপুর, যোগাশ্রমপাড়া এলাকায় এক পুকুর বেআইনিভাবে ভরাট করার অভিযোগে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে কার্যত অবাক হন বিধায়ক অসিত মজুমদার নিজে। সরজমিনে তদন্তে গিয়ে দেখা যায়, যিনি পুকুর ভরাট করছেন, তিনি আর কেউ নন–পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পীযুষ ধরের দাদা পিন্টু ধর! এই তথ্য সামনে আসতেই চক্ষু চড়কগাছ বিধায়কের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই ঐ পুকুরটিকে ধীরে ধীরে ভরাট করার প্রক্রিয়া চলছিল। সম্প্রতি সেই খবর বিধায়কের কানে পৌঁছলে, তিনি নিজেই এলাকা পরিদর্শনে আসেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি দেখেন পুকুরে মাটি ফেলা হচ্ছে এবং সেখানে উপস্থিত একজন ব্যক্তি সরাসরি মাটি ফেলার কাজে নিয়োজিত। সাথে সাথেই সেই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেন বিধায়ক। বে এখানেই শেষ নয়। তদন্তে উঠে আসে যে এই কাজের নেপথ্যে রয়েছেন দেবানন্দপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পীযুষ ধরের দাদা পিন্টু ধর। ঘটনাটি জানামাত্রই ক্ষুব্ধ হন বিধায়ক। তিনি বলেন, “উপপ্রধানের ভাই হোক বা দাদা হোক–যদি বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট বা গাছ কাটা হয়, তাহলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আইন সবার জন্য সমান।” পাশাপাশি তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, “সব জায়গায় আমাকে ছুটতে হচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, সদস্যরা থাকতেও কেন এ ধরনের বেআইনি কাজ রোখা যাচ্ছে না?” বিধায়ক স্পষ্ট জানান, “এই জমি মাফিয়া, গাছ মাফিয়াদের ছাড়া হবে না, তারা যত বড় প্রভাবশালীই হোক না কেন।” অন্যদিকে, এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে পঞ্চায়েত উপপ্রধান পীযুষ ধর বলেন, “এটি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। কিছুদিন আগে আমি একটি এলাকায় বেআইনিভাবে গাছ কাটার কাজ আটকে দিই। তারই প্রতিক্রিয়ায় আজ আমাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। বিধায়ককে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “আমি নিজে পুকুর বোঝানোর ঘোর বিরোধী। প্রায় দশ দিন আগে আমি বিষয়টি জানতে পারি এবং ইতিমধ্যে পুকুর থেকে মাটি সরানোর কাজ শুরু করেছি।” সবমিলিয়ে, একই দলের দুই নেতার এই দ্বন্দ্ব নতুন করে পঞ্চায়েত রাজনীতিতে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। জনসাধারণের প্রশ্ন, যদি দলের অভ্যন্তরেই এই রকম ক্ষমতার অপব্যবহার হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের আস্থা কোথায়? বিধায়কের কড়া অবস্থান এবং উপপ্রধানের আত্মপক্ষ সমর্থনের মাঝেই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, যার পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকে, সেটাই এখন দেখার।

ঝামেলা থামাতে গিয়ে অস্ত্রের কোপে হাত কেটে পড়ল মাটিতে

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ধারালো অস্ত্রের কোপে হাত কেটে পড়ল মাটিতে, ঘটনায় উত্তেজনা মুর্শিদাবাদের ডোমকলে, আটক চার। ধারালো অস্ত্রের কোপে আহত দুই , বিদ্যুতের পোল বসানো নিয়ে দুই পক্ষের বচসায় জখম ২ । জখমরা হলেন তাহাজুল শেখ এবং রাজেন শেখ। স্থানীয় সূত্রে জানাযায় রবিবার সকালে ডোমকলের বাজিতপুর মালিথ্যাপাড়া এলাকায়,রাজেন সেখের বাড়িতে চলছিল বিয়ের অনুষ্ঠান, সে সময় প্রতিবেশী লালনের বাড়িতে বিদ্যুতের পোল যাওয়া নিয়ে রাসিকুল খান, আলমগীর খান এবং আজাদ খানের সাথে ঝামেলা শুরু হয়। তখন তাহাজুল সেখ ও রাজেন সেখ গিয়ে পরিবেশ শান্ত রাখার কথা বলতে গেলেই আচমকা তাহজুল শেখ এবং রাজেন সেখকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে রাসিকুল খান, আলমগীর খান, আজাদ খান।ঘটনায় হাত কেটে মাটিতে পড়ে যায় তাহাজুল সেখের,সঙ্গে জখম হয় তাহাজুলের চাচা রাজেন সেখও।ঘটনায় স্থানীয়রা আহত দের উদ্ধার করে ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে আহতদের অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্মরত চিকিৎসক তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমকল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ঘটনায় আটক করা হয়েছে চারজনকে বলে সূত্রে খবর। আহত যুবক তাহাজুল সেখের বাবা সালাম সেখ ঘটনার সঠিক বিচারের দাবি করেন পুলিশের কাছে।দোষীদের কঠোর সাজার আবেদন করেন পরিবারের সদস্যরা।

কাঞ্চিদেশ উৎসবের সূচনা কঙ্কালীতলায়

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় বোলপুর সন্নিকট সতীপীঠের অন্যতম পীঠস্থান । এই কঙ্কালীতলা তে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও কাঞ্চিদেশ উৎসবের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ উজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে কাঞ্চিদেশ উৎসবশুরু হয়। কাঞ্চি দেশ উৎসব উপলক্ষে কঙ্কালীতলা তে মেলা বসে সেখানে হাজার হাজার মানুষ জাতি,ধর্মমত নির্বিশেষে এলাকার মানুষ একত্রিত হয়ে কাঞ্চি দেশ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এই কঙ্কালীতলাতে ৩০ শে চৈত্র বিশেষ পূজা অর্চনা হয় । আবার পহেলা বৈশাখ কংকালী তালা তে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। বাইরে থেকে প্রচুর পর্যটক বছরের প্রথম দিন কঙ্কালীতলাতে পুজো দিতে আসেন। আজ কাঞ্চি দেশ উৎসবের শুভ সূচনা করেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ। এছাড়া এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, কঙ্কালীতলার সাধুর সন্ন্যাসী গণ, কঙ্কালী পঞ্চায়েতে কনভেনার আলেব শেখ, বোলপুর শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েতের সভাপতি কাজী মোহাম্মদ হানিফ , ব্লক সভাপতি মিহির রায় সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনেরা।

এসভিআইএসটি ক্যাম্পাসে শুরু এআই কর্মশালা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: এ আই প্রযুক্তির কাজকে পড়ুয়াদের সামনে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এসেছে সোনারপুর থানার দক্ষিন গোবিন্দপুরের স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি।তাদের উদ্যোগে কলেজ ক্যাম্পাসে তৈরি করা হয়েছে এ্যামটেক ল্যাব।যেখানে শেখানো হচ্ছে উন্নত মানের প্রযুক্তির এ আই এর কাজ।কম সময়ে চটজলদি কি করে কার্টুন, একাধিক ফিচার সহ অন্যান্য কাজ করা যায় সে বিষয়ে শেখানো হচ্ছে।এখানে কলেজ পড়ুয়ারা ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এখানে কম্পিউটারে হাতে ধরে এই কাজ শেখানো হচ্ছে।এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির ডিন অফ ইনোভেশন সন্দীপ দত্ত বলেন,বর্তমান সময়ে এ আই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও এর একটা গুরুত্ব তৈরি হয়েছে।তাই আমরা আমাদের ইনস্টিউটের পক্ষ থেকে কলেজ পড়ুয়াদের পাশাপাশি স্কুলের পড়ুয়ারদের ও হাতে কলমে এই বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, যাতে তারা আগামী দিনে স্বনির্ভর হতে পারেন। সন্দীপ দত্তের সহকারী মৈনাক সিনহা বলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে এই প্রযুক্তি।

বসিরহাট সীমান্তে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে আগাম সতর্ক শাসক দল

আয়ান মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: উৎসবের মরশুমে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনাকে দূরে রাখতে তৎপর রাজ্যের শাসক দল। ইতিমধ্যে ওয়াকআফ বিলের বিরোধিতায় রাজ্য সহ গোটা দেশজুড়ে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ও চড়কের আগে সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে উদ্যোগী হলো তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের সম্পাদক সাহানুর মন্ডলের আহবানে বসিরহাটের টাকি পৌর সংস্কৃতি মঞ্চে আয়োজিত হলো সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মেলবন্ধনের আলোচনা সভা। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতা-নেত্রী, কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সম্প্রীতির আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র, তৃণমূলের হাড়োয়া ২ নং ব্লকের যুব সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব। এদিনের এই কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ সাহানুর মন্ডল বলেন, “এই উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিরোধী দল একটি সাম্প্রদায়িক হানাহানি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা সেই ফাঁদে পা দেব না। অপরদিকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিত মিত্র বলেন, “সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সবসময় বহন করে চলতে হবে। নয়তো এই বিষ যদি মানুষের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি থেকে মানুষ অনেকটা দূরে সরে যাবে। তাই বিষয়টিকে প্রতিহত করতে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে।” অপরদিকে হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা বলেন, “ওয়াকাফ বিল পরবর্তীতে বিজেপি ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। তাই বসিরহাটের সীমান্ত এলাকায় আগে থেকেই আমরা সতর্ক।”

বারুইপুরে এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে রবিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা।ওয়াকফ আইন বাতিল ও চাকরি হারা শিক্ষকদের উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন বারুইপুরে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে মিছিল সহকারে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি জয়ন্ত দাস। তিনি বলেন, কেন্দ্রের মোদী সরকারের তুঘলকি এই আচরণ আমরা মেনে নোবো না।আর রাজ্যের তৃনমূল সরকারের পুলিশের নির্মম লাঠি চার্জ কেন করল তাঁর জবাব দিতে হবে। নাহলে আমাদের আন্দোলন চলবে।

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট গোপালপুর মোড়ে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে রবিবার অল ইন্ডিয়া সুন্নাতুল জামায়াতের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা হয়। ছবি ও তথ্য: আব্দুস সামাদ মন্ডল

নারায়ণপুরে বিক্ষোভ সভা

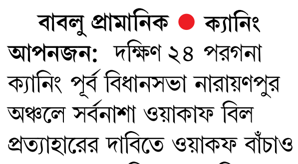

বাবলু প্রামানিক ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা নারায়ণপুর অঞ্চলে সর্বনাশা ওয়াকাফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ওয়াকফ বাঁচাও সমাবেশ হল রবিবার। মুসলিমদের সাথে হিন্দুরাও শামিল হলেন এই সমাবেমে। নারায়ণপুর ফুটবল মাঠে আয়োজিত এই সমাবেশে নারায়ণপুর অঞ্চলের প্রধান সালাউদ্দিন সরদার বলেন, মোদি সরকার একের পর এক মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চক্রান্ত করে ক্ষতি করে যাচ্ছে।

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা
DEVELOPED BY
next GENERATION
HOUSING PRIVATE LIMITED
THE ECO PALACE
কমার্শিয়াল এরিয়া
সুইমিং পুল
কমিউনিটি হল
সমস্ত আধুনিক সুবিধা
■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন্স পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।
প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে ■ হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ ■ TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।
10 TOWERS
220+FLATS
2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE
Loan Facility available
*RERA Applied
CONTACT US
8910055804 | 9007369234 | 8910306750 | 9830405211
বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

সালাহর রেকর্ডে শিরোপা থেকে ৬ পয়েন্ট দূরে লিভারপুল

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুল ২ : ১ ওয়েস্ট হাম
শনিবার রাতে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে আর্সেনাল ড্র করার পর শিরোপা জিততে লিভারপুলের প্রয়োজন ছিল ৭ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট। আজ রোববার ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে লিভারপুলের ২-১ গোলের জয়ে ৬ ম্যাচে ৬ পয়েন্টের। এখন নিজেদের পরের দুই ম্যাচে জিতলেই প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা উদ্‌যাপন করবে লিভারপুল। অর্থাৎ লেস্টার সিটি এবং টটেনহামকে হারালেই ৪ ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপা উদ্‌যাপনে মাততে পারবে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। তবে আর্সেনাল পরের ম্যাচে ইপসউইচের কাছে হেরে গেলে, লিভারপুল আর একটি ম্যাচ জিতে আগামী রোববারই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারে। আজকের জয়ের পর লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ৩২ ম্যাচে ৭৬। সমান ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৬৩। অন্য দিকে লিভারপুলের বিপক্ষে হারের পর ৩২ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট ১৭ নম্বর অবস্থানে থাকল ওয়েস্ট হাম।
লিভারপুলের জয়ের রাতে লুইস দিয়াজের প্রথম গোলে সহায়তা করে নতুন একটি রেকর্ড গড়েছেন মোহাম্মদ সালাহ। ৩৮ ম্যাচের প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান এখন সালাহর। এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৩২ ম্যাচে সালাহ অবদান রেখেছেন ৪৫ গোলে (২৭ গোল ও ১৮ সহায়তা)। এর আগে ৪৪ গোলে অবদান রেখে সবার ওপরে ছিলেন থিয়েরি অঁরি ও আর্লিং হলান্ড। আগের ম্যাচের হার ভুলতেই যেন অ্যানফিল্ডে আজ শুরু থেকে তেতে ছিল লিভারপুল। প্রথম মিনিট থেকেই অলআউট আক্রমণে যায় তারা। ওয়েস্ট হাম বক্সের কাছাকাছি জায়গায় বল রেখে একের পর এক হুমকিও তৈরি স্বাগতিকেরা। তবে বারবার কাছাকাছি গিয়েও কাঙ্ক্ষিত গোলটা পাওয়া হচ্ছিল না। লুইস দিয়াজ-সালাহদের একাধিক প্রচেষ্টা ঠেকান লিভারপুল গোলরক্ষক আলফোনসো আরেওলা। তবে এমন ধারাবাহিক আক্রমণের সামনে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতেই হয় ওয়েস্ট হামকে।
১৮ মিনিটে সালাহর রেকর্ড গড়া সহায়তায় গোল করেন লুইস দিয়াজ। ইব্রাহিমা কোনাতের লং বল ধরে দারুণভাবে ছুটে গিয়ে দিয়াজের উদ্দেশ্য বাড়ান সালাহ। এরপর ফিনিশিংয়ের কাজটা ঠিকঠাক করে লিভারপুলকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন কলম্বিয়ান তারকা। গোল খেয়ে যেন হুঁশ ফেরে ওয়েস্ট হামের। ২১ মিনিটে কাছাকাছি গিয়েও হতাশ হতে হয় ওয়েস্ট হামকে। অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ওয়েস্ট হামের প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন লিভারপুলের ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক আলিসন। প্রথমার্ধের বাকি সময়েও দাপট ছিল লিভারপুলের। তবে কয়েকবার গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল ওয়েস্ট হামও। যদিও শেষ পর্যন্ত কোনো দলই গোল পায়নি।
বিরতির পরও দাপট ছিল লিভারপুলের। যদিও প্রথমার্ধের মতো নিরঙ্কুশ ছিল না 'অল রেড'দের আধিপত্য। ওয়েস্ট হাম চেষ্টা করছিল লিভারপুলের দাপট ভেঙে দিয়ে ম্যাচে ফেরার। প্রথম দিকে না পারলেও ম্যাচের শেষ দিকে ওয়েস্ট হামকে ম্যাচে ফেরায় লিভারপুলই।
অ্যান্ড্রু রবার্টসনের আত্মঘাতী গোলে ম্যাচে আসে ১-১ গোলের সমতা। তবে শেষ পর্যন্ত লিভারপুলকে হতাশা মুক্ত করেন অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক। ৮৯ মিনিটে কর্নার থেকে হেডে গোল করে দলকে ফের এগিয়ে দেন অধিনায়ক ফন ডাইক। এই গোল লিভারপুলের জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিরোপাও আরেকটু নিকটে নিয়ে এল।

মেসিদের লিগে ইঁদুর নিয়ে হুটোপাটি, বন্ধ খেলা

আপনজন ডেস্ক: অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে থামিয়ে দিতে হয় খেলা। অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত ঠান্ডা, মৃত্যু, যুদ্ধবিমানের আঘাত, বাঘের আক্রমণ, গুইসাপ ঢুকে পড়া এবং পোকার আক্রমণসহ বিচিত্র সব কারণে বন্ধ রাখতে হয়েছিল অনেক ম্যাচ। তেমন ঘটনা দেখা গেছে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস এবং অস্টিন এফসির ম্যাচেও। এবার খেলা বন্ধের কারণ হয়েছে একটি ইঁদুর।
ভ্যাঙ্কুভারের মাঠ বিসি প্লেসে গতকাল ম্যাচের ৭ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। অতিথি দল অস্টিন কর্নার কিক পায়। কিন্তু কর্নার নেওয়ার আগে রেফারি মাঝমাঠের কাছাকাছি জায়গায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঢুকে পড়েছিল ছোট একটি ইঁদুর। রেফারির ডাকে সাড়া দিয়ে এ সময় দ্রুত ছুটে যান অস্টিন গোলরক্ষক ব্র্যাড স্টুভার। কাছাকাছি যাওয়ার পর স্টুভারকে ইঁদুরের অবস্থান দেখিয়ে দেন সতীর্থ ব্র্যান্ডেন হাইনেস-ইকে। এরপর দ্রুত গতিতে সেই ইঁদুরটিকে গ্লাভসে পুরে নেন অস্টিন গোলরক্ষক। ইঁদুরটিকে দুই হাতের গ্লাভসে বন্দী করে অবশ্য খুব বেশি সময় নষ্ট করেননি স্টুভার। দৌড়ে গিয়ে মাঠের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসেন ছোট প্রাণীটিকে। এ সময় ভ্যাঙ্কুভার সমর্থকদের কাছ থেকে বেশ সাধুবাদও পান স্টুভার। তবে এই ঘটনায় এক মিনিটের বেশি বন্ধ ছিল খেলা।
তবে ইঁদুর ধরায় যতটা দক্ষতা দেখিয়েছে, গোল বাঁচানোয় ততটা দেখাতে পারেননি মার্কিন এই গোলরক্ষক। ভ্যাঙ্কুভারের কাছ থেকে সব মিলিয়ে ৫ গোল, যেখানে একাই ৪ গোল করেন ব্রায়ান হোয়াইট।
ম্যাচটা অস্টিন হেরেছে ৫-১ গোলে। এই জয়ে এমএলএসের ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষ স্থানটা আরও সুদৃঢ় করল ভ্যাঙ্কুভার। তাদের পয়েন্ট ৮ ম্যাচে ১৯। আর হেরে যাওয়া অস্টিন আছে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ৫ নম্বরে।

কোহলির শততম পঞ্চাশে বেঙ্গালুরুর রাজস্থান দুর্গ জয়

আপনজন ডেস্ক: রান করতে করতে নিজেকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, কোনো ম্যাচ খেলতে নামার আগে রেকর্ড তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রান তাড়া করতে নামলে তো কথাই নেই। দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়ার উদ্দেশ্যেই যেন ব্যাটিংয়ে নামেন। আইপিএলে আজ আরেকবার রান তাড়া করতে নেমে বিরাট কোহলি পেয়ে গেলেন আরেকটি অপরাজিত ফিফটির দেখা। এতেই হয়ে গেল অনন্য কীর্তি। এশিয়ার প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ১০০টি অর্ধ শতরান করলেন কোহলি। এই কীর্তিতে সব মিলিয়ে তিনি দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান। ১০৮ ফিফটি নিয়ে শীর্ষে আছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৪৫ বলে কোহলির অপরাজিত ৬২ রানের আগে ঝোড়ো ফিফটি (৩৩ বলে ৬৫) করেছেন তাঁর উদ্বোধনী সঙ্গী ফিল সল্ট। তাতে রাজস্থান রয়্যালসকে হেসেখেলে হারিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। রাজস্থানের দুর্গ হিসেবে পরিচিত জয়পুরের সাওয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে এবারের আইপিএলে এটিই ছিল প্রথম ম্যাচ। টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা রাজস্থান ৪

আইপিএল

উইকেটে করেছিল ১৭৩ রান। বেঙ্গালুরু লক্ষ্য টপকে গেছে ৯ উইকেট আর ১৫ বল বাকি রেখে। এ জয়ের পর ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে এল বেঙ্গালুরু। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে রাজস্থান রয়ে গেল সাতেই। রাজস্থানের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল। খুব বেশি উইকেট না হারালেও বেঙ্গালুরু বোলারদের নিয়ন্ত্রিত ও বুদ্ধিদীপ্ত 'স্লোয়ারের' কারণে হাত খুলে খেলতে পারেননি রাহুল দ্রাবিড়ের শিষ্যরা। বেঙ্গালুরুর হয়ে ১টি করে উইকেট নিয়েছেন জশ হ্যাজলউড, ক্রুনাল পান্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার ও যশ দয়াল। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সল্টের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে পাওয়ারপ্লেতেই বিনা উইকেটে ৬৫ রান তুলে ফেলে বেঙ্গালুরু। নবম ওভারে দলীয় ৯২ ও ব্যক্তিগত ৬৫ রানে সল্ট আউট হলেও ততক্ষণে বেঙ্গালুরু জয়ের ভিত পেয়ে যায়। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছে এই ইংলিশ ব্যাটসম্যানের হাতে।
১৫তম ওভারে তৃতীয় বলে রাজস্থানের লঙ্কান লেগ স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে ছক্কা মেরে 'শততম অর্ধশতকে' পৌঁছান কোহলি। এবারের আইপিএলে এটি তাঁর তৃতীয় ফিফটি, যার দুটিতেই তিনি অপরাজিত।
সল্ট আউট হওয়ার পর কোহলিকে দারুণ সঙ্গে দিয়েছেন দেবদূত পাড়িক্কাল। তিনি অপরাজিত থাকেন ৪০ রানে। রাজস্থানের হয়ে একমাত্র উইকেটটি পেয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার কুমার কার্তিকেয়া।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
রাজস্থান রয়্যালস: ২০ ওভারে ১৭৩/৪ (জয়সোয়াল ৭৫, জুরেল ৩৫, পরাগ ৩০; হ্যাজলউড ১/২৬, ক্রুনাল ১/২৯, ভুবনেশ্বর ১/৩২, দয়াল ১/৩৬)।
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: ১৭.৩ ওভারে ১৭৫/১ (সল্ট ৬৫, কোহলি ৬২*, পাড়িক্কাল ৪০*; কার্তিকেয়া ১/২৫)।
ফল: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৯ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ফিল সল্ট।

আইপিএলে নতুন মালিঙ্গার আবির্ভাব, কে এই বোলার

আপনজন ডেস্ক: নামে মিল আছে। মিল আছে বোলিং অ্যাকশনেও। অনেকটা লাসিথ মালিঙ্গার মতো 'স্লিঙ্গিং' অ্যাকশনেই বোলিং করেন ২৪ বছর বয়সী ঈশান মালিঙ্গা। তাঁকে ঘিরে কৌতূহলটা এ কারণেই। গতকাল আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে অভিষেকের পর থেকেই নতুন মালিঙ্গাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কে এই ঈশান মালিঙ্গা? এই মালিঙ্গা একেবারে আনকোরা কেউ নন। শ্রীলঙ্কার হয়ে ৫টি ওয়ানডেও খেলেছেন তিনি। এ বছরের জানুয়ারিতেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর অভিষেক হয়েছে। প্রথম শ্রেণির ও লিস্ট এ ক্রিকেটে ম্যাচ খেলছেন ২০২২ সাল থেকে। এখন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন ১৬টি, উইকেট পেয়েছেন ৩৯টি। ১৭টি লিস্ট এ ম্যাচে উইকেট ২৪। টি-টোয়েন্টিও খুব বেশি খেলেননি। ১৭টি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি খেলে ১৯টি উইকেট নিয়েছেন। ঈশান মালিঙ্গা প্রথম নজরে আসেন ২০১৯ সালে। সেই বছর ঘণ্টায় ১৪১ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করে দেশব্যাপী ফাস্ট বোলিং প্রতিযোগিতা জেতেন। যদিও এখন নিয়মিত ১৪০ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করতে দেখা যায় না তাঁকে।
তবে গতি কিছুটা কমলেও নতুন বলে সুইং আর নিখুঁত ইয়র্কারে কার্যকর এই পেসার। গত বছরের অক্টোবরে ইমার্জিং এশিয়া কাপ সেমিফাইনালে নিখুঁত ইয়র্কারে পাকিস্তানের মোহাম্মদ হারিসের স্টাম্প উড়িয়ে দেন মালিঙ্গা, যা ওই সময়ে তাঁকে আলোচনায় নিয়ে আসে। এবার রাজস্থান রয়্যালসে আইপিএল খেলতে ট্রায়ালও দেন মালিঙ্গা। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ১ কোটি ২০ লাখ টাকাতে দলে নেয় হায়দরাবাদ। শুরুর দিকে সুযোগ না পেলেও কাল ষষ্ঠ ম্যাচে এসে সুযোগ মেলে মালিঙ্গার। পাঞ্জাবের বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচে ৪৫ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। পরিসংখ্যান দেখে খরুচে মনে হলেও ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী ভালো বোলিং করেছেন মালিঙ্গা। আউট করেছেন প্রভসিমরান সিং ও নেহাল ওয়াধেরাকে। ওয়াধেরাকে আউট করেছেন নিখুঁত ইয়র্কারে। তা না হলে পাঞ্জাবের সংগ্রহটা আরও বড় হতেই পারত! প্রথম ম্যাচের বোলিং দিয়ে আসল মালিঙ্গাকে খুশি করতে পেরেছেন নতুন মালিঙ্গা। ঈশান মালিঙ্গার বোলিং দেখে এক্সে লাসিথ মালিঙ্গা লিখেছেন, 'ভালো বোলিং করেছ, মালিঙ্গা।' আইপিএলে মালিঙ্গার মতো বোলিং অ্যাকশন নিয়ে খেলছেন আরও একজন–মাতিশা পাতিরানা। চেন্নাইয়ের হয়ে খেলছেন এই পেসার।

প্রতি ছক্কায়, উইকেটে ফিলিস্তিন শিশুদের জন্য ১ লাখ টাকা

আপনজন ডেস্ক: ব্যাটসম্যান মারবেন ছক্কা, বোলার নেবেন উইকেট–পাকিস্তানের পিএসএলে মুলতান সুলতানসের এসব সাফল্যে হাসি ফুটবে ফিলিস্তিনেও। এবারের পিএসএলে মুলতানের প্রতিটি ছক্কা ও উইকেটে তাদের জন্য তহবিলে যোগ হবে এক লাখ পাকিস্তানি টাকা।
গতকাল মুলতানের প্রথম ম্যাচেই তহবিলে যোগ হয়েছে ১৫ লাখ টাকা। টুর্নামেন্টে আরও অন্তত ৯টি ম্যাচ খেলবে মুলতান।
ইসরায়েলের আগ্রাসনের শিকার ফিলিস্তিনিদের পাশে থাকার কথা জানিয়ে মুলতান সুলতানসের মালিক আলী খান তারিন এক ভিডিও বার্তায় বলেন, 'এবারের পিএসএলের মাধ্যমে আমরা ফিলিস্তিনকে সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের ব্যাটসম্যানদের প্রতিটি ছক্কায় ফিলিস্তিনের তহবিলে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। বোলাররাও এ উদ্যোগে শামিল হতে চেয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, বোলারদের প্রতিটি উইকেটেও এক লাখ টাকা দেওয়া হবে। এ অর্থটা যাবে বিশেষ করে শিশুদের জন্য।'
করাচির বিপক্ষে ম্যাচের টস করতে নেমে অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানও অনুদান দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেন। তিনি অবশ্য চারের কথাও বলেছেন, 'আমাদের প্রতিটি ছক্কা, প্রতিটি চার এবং প্রতিটি উইকেটের ফিলিস্তিন এ গাজার শিশুদের জন্য কিছু করতে চাই।'
টানা দুই মাসের যুদ্ধবিরতি ভেঙে দিয়ে গত ১৮ মার্চ থেকে ফিলিস্তিনের গাজায় আবারও হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর পর থেকে তারা গাজায় আরও বড় এলাকা দখল করেছে। গাজার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শনিবার জানিয়েছে, ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি ভাঙার পর গাজায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৫০০ শিশু নিহত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ গাজা ও ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে আসছেন।
মুলতান সুলতানস প্রতিটি ছক্কা ও উইকেটে এক লাখ টাকা অনুদান ঘোষণার পর যে ম্যাচটি খেলেছে, তাতে ব্যাটসম্যানরা ভালো অবদানই রেখেছেন। করাচির বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করে ৩ উইকেটে ২৩৪ রান তোলে মুলতান। দুই শ ছাড়ানো এই ইনিংসে ছক্কা হয়েছে মোট ৮টি, চার ২৩টি।
সবচেয়ে বেশি ৫টি ছক্কা ও ৯টি চার মেরেছেন অধিনায়ক রিজওয়ান। অবশ্য অধিনায়কের ৬৩ বলে ১০৫ রানের ইনিংসের পরও ম্যাচ জিততে পারেনি মুলতান। করাচি কিংস ৬ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জিতে নিয়েছে।
ম্যাচের পর মুলতান সুলতানসের এক্স পেজ থেকে জানানো হয়েছে, গাজার ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জন্য ১৫ লাখ পাকিস্তানি টাকার অনুদান সংগৃহীত হয়েছে। মুলতানের পরের ম্যাচ ১৬ এপ্রিল ইসলামাবাদ।

আইএসএল ফাইনালে আতশবাজি ছুঁড়ে মারার অভিযোগ, সল্টলেক স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমালোচনার মুখে

আপনজন ডেস্ক: গত শনিবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের জন্য ছিল এক বিশেষ ঐতিহাসিক দিন, কারণ এই দিন তারা এই মৌসুমের আইএসএল কাপ বিজয়ী হয়। আর তার ফলে উল্লাসে যে কোন খামতি থাকবে না তা বলাই বাহুল্য। তার কারণ হলো কাপ জয় এর পর যখন সবাই আনন্দ উপভোগ করতে ব্যস্ত ছিল ঠিক তখনই বেঙ্গালুরু এফসির মালিক পার্থ জিন্দাল দাবি করেন যে, সল্টলেক স্টেডিয়ামে ফাইনাল চলাকালীন স্ট্যান্ড থেকে উল্লাস করার সময় তিনি নাকি আতশবাজির আঘাতে আহত হয়েছিলেন। ভারতীয় ফুটবল মহলের একজন নামকরা পরিচিত ব্যক্তিত্ব তিনি এবং বেঙ্গালুরু এফসির ডাগআউটে নিয়মিত ভাবে তিনি উপস্থিত থাকেন। এই ঘটনার পরেই জিন্দাল এক্স-হ্যান্ডেলে-এর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে তার নিরাপত্তার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি পোস্ট করেন, "আমার ছেলেদের বেঙ্গালুরু এফসির জন্য উল্লাস করার সময় স্টেডিয়ামে আতশবাজির আঘাত পেয়েছি। কলকাতায় আইএসএল ফাইনালে আমরা কি এই ধরণের নিরাপত্তা আশা করতে পারি?"। আর ফলবশতই এই ঘটনাটি মোহনবাগানের জয়ের ঐতিহাসিক রাতের আনন্দে পুরোপুরিভাবে তিক্ততার স্বাদ যোগ করেছে। কলকাতা জায়ান্টরা আইএসএল ডাবল সম্পন্ন করেছে লিগ ইতিহাসের দ্বিতীয় দল হিসেবে, কারণ একই মরশুমে তারা লিগ উইনার্স শিল্ড এবং আইএসএল কাপ উভয়ই জিতে নিজেদেরকে প্রমাণ করেছে। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মোহনবাগানের আলবার্তো রদ্রিগেজের ছোট্ট একটা ভুলের জন্য বেঙ্গালুরু এফসি কিন্তু তাদের গতি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ৭২তম মিনিটে জেসন কামিংস পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচকে সমতায় ফেরান। কিন্তু ম্যাচটি অতিরিক্ত সময়ে চলার সাথে সাথে, জেমি ম্যাকলারেনই শেষ পর্যন্ত অচলাবস্থা ভাঙেন, ৯৬তম মিনিটে সবুজ-মেরুন খেলোয়াড়দের উন্মাদনায় ফেলে তিনি তার গোলটি করেছিলেন। ২-১ ব্যবধানে জয়ের ফলে চ্যাম্পিয়নশিপ এবং মেরিনার্সের জন্য একটি স্মরণীয় মৌসুম নিশ্চিত হয়। তবে রাতটি সমস্ত নেতিবাচক কারণেও পুনরায় স্মরণ করা হবে: দর্শকদের মধ্যে উদ্বেগ, বিরক্ত ক্লাবের মালিক এবং ভারতের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে একটিতে ভক্ত সুরক্ষা সম্পর্কে নতুন এক উদ্বেগ।

এমবাপ্পের লাল কার্ডও ঠেকাতে পারল না রিয়ালের জয়

আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে এখন রিয়াল মাদ্রিদের জন্য প্রতিটি ম্যাচই বাঁচা-মরার। আজ রোববার রাতে আলাভেসের বিপক্ষে তেমন এক ম্যাচে মাঠে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। নাটকীয় এই ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপ্পে লাল কার্ড দেখায় অনেকটা সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় রিয়ালকে। পরে অবশ্য আলাভেসের মানু সানচেজও লাল কার্ড দেখলে সংখ্যার দিক থেকে সমতা ফেরে ম্যাচে। তবে উত্থান-পতনে ভরপুর রোমাঞ্চের ম্যাচটিতে শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রিয়ালই। ম্যাচের প্রথমার্ধে এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার করা একমাত্র গোলটিই গড়ে দিয়েছে পার্থক্য। এই জয়ের পর ৩১ ম্যাচে ২ নম্বরে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট এখন ৬৬। সমান ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আছে বার্সেলোনা। লিগে এখন দুই দলেরই বাকি আছে ৭ ম্যাচ করে। সব মিলিয়ে লিগের শেষ ভাগে রোমাঞ্চ চরমে উঠতে যাচ্ছে, তা এখনই বলা যায়।
আলাভেসের মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধের পুরোটাই ছিল নাটকীয়। ৯ মিনিটে কাছাকাছি গিয়ে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন আরদা গুলের। এরপর ২০ মিনিটে রাউল আসেনসিওর গোল বাতিল হয় ফাউলের কারণে। তবে ৩৪ মিনিটে সেই আক্ষেপ ভুলিয়ে দেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। দারুণ এক শটে লক্ষ্য ভেদ করে রিয়ালকে তিনি এগিয়ে দেন ১-০ গোলে।

টানা দুই ম্যাচে জোড়া গোল, হাজার হতে কত বাকি রোনাল্ডোর

আপনজন ডেস্ক: সৌদি প্রো লিগে আল রিয়াদের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও দুর্দান্তভাবে ম্যাচে ফিরে জিতেছে আল নাসর। ম্যাচের প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফাইজ সেলেমানির গোলে এগিয়ে যায় আল রিয়াদ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র আট মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে দলকে জয় এনে দেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ঘরের মাঠে শনিবার রাতে ২-১ গোলে জিতেছে আল নাসর। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফাইজ সেলেমানির গোলে এগিয়ে যায় আল রিয়াদ। বিরতির ঠিক আগ মুহূর্তে গোল হজম করে চাপে পড়ে যায় আল নাসর। তবে বিরতির পর অবশ্য ঘুরে দাঁড়াতে একেবারেই সময় নেয়নি আল নাসর। ৫৬তম মিনিটে সাদিও মানের গোলমুখে বাড়ানো বল দারুণ এক টোকায় ফাঁকা জালে পাঠান রোনাল্ডো।
এর মাত্র ৮ মিনিট পর প্রতিপক্ষের ক্লিয়ার করা বল বক্সের ঠিক প্রান্তে পেয়ে প্রথম ছোঁয়াতেই দুর্দান্ত এক ভলিতে বল জালে জড়ান ৪০ বছর বয়সী রোনাল্ডো। বলটি সোজা গিয়ে লাগে পোস্টের ওপরের কোনায়। এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচে জোড়া গোল করলেন রোনাল্ডো। এর আগে আল হিলালের বিপক্ষেও করেছিলেন জোড়া গোল।
চলতি মৌসুমে এটি তার ষষ্ঠ জোড়া গোলের ম্যাচ। লিগে টানা চার ম্যাচসহ পাঁচ ম্যাচে জালের দেখা পেলেন রোনাল্ডো। এই দুই গোলে সৌদি প্রো লিগে পর্তুগিজ মহাতারকার গোল হলো ৭২টি।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন (মাদ্রাসা)

GOV.Regd no-1033/0024
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোষ্ট-চৌহাটি, থানা: সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০১৪৯
Mob: 9830401057 | **Email:** darululoom149@gmail.com

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলিচেছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মনিটরিং করানো হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস এবং আরবি বিভাগ কাফিয়া পর্যন্ত, তজবিদসহ হিফস মোকাম্মাল। ক্বেরাত এ হাফস এ বছর খোলা হইবে। অজিফার ব্যবস্থা থাকিবে (আলেম এবং হাফেজ হতে হবে)। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। আসরবাদ খেলার সময় দেওয়া হয় মগরিব পর্যন্ত। গরীব এতিমদের ফ্রি ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শিঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। দানের ক্ষেত্রে আয়কর এ ছাড়

সকল ধর্মভীরু দ্বীনদরদি ভাইদের কাছে বিশেষ আবেদন আমাদের মদিনা নগর ইসলামিক এডুকেশন ওয়েল ফেয়ার Income tax ছাড় পাওয়া যায়। অন্য মাদ্রাসার মতো এই মাদ্রাসাকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে অবগত করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার ইহকাল এবং পরকাল কামিয়াব করিবেন। আমিন।

INCOME TAX APROVAL NO

10B Registration no: AACTM5965EF2014 MADINA NAGAR ISLAMIC EDUCATIONAL AND WEL FARE TRUST SBI A/C NO-30800716497, IFC Code - SBIN0001451– **MOB-9830401057**

সভাপতি
মুফতি লিয়াকাত সাহেব, ইন্তাজ আলি শাহ, ইউসুফ মোল্লা
সম্পাদক
ইমাম হোসেন সেখ
সহ সভাপতি
আবুলবাসার, আব্দুল্লাহ সরদার
সহ সম্পাদক
সৈয়েদ রহমাতুল্লাহ, আব্দুর রহমান মোল্লা

বিঃদ্রঃ- দু'জন হাফেজ ক্বারী শিক্ষক এবং বাংলা শিক্ষক প্রয়োজন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, সম্পাদক: **জাইদুল হক**
Prrnted, Publrshed and owned by Zardul Haque, Publrshed from 94/2 Collrn Street, Kolkata-700016, Prrnted at Samar Prrntech, 29 Topsra Road South, Kolkata-700046. **Edrtorral Offrce:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Edrtor: Zardul Haque**